জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে
ক্ল্যারিজেস হোটেলের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব মিডিয়ার মুখোমুখি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত,আমি শোষিতের পক্ষে"
- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ"
- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম "

– বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

শিল্প ও সংস্কৃতি

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ

তানজিল ফাতেমা

ড. মো: জাহিদুল কবীর

এগনেস র‍্যাচেল প্যারিস

শেখ নিশাত নাজমী

মো. আশরাফুজ্জামান

মো. হাসান মাসুদ

শাহ্ মোঃ জুলফিকার রহমান

সুলতানা সাদেক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরন, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য দেখে ও উপলব্ধি করে সৃজনশীল চর্চা করেছি। আমাদের চারপাশের অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পের উপকরন খুঁজে নিয়েছি।

এবার অষ্টম শ্রেণির বইতে অভিজ্ঞতাগুলো সাজানো হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে। বাংলাদেশের একটি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে পাঁচ শিক্ষার্থী। বন্ধুরা তাদের পঞ্চরত্ন বলে ডাকে। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ। এ পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখব পঞ্চরত্ন কল্পনায় ভ্রমণ করবে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ। কিন্তু তারা এই বিভাগগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে বাস্তবে নানা মাধ্যমে। তাই বলা যায় এ ভ্রমণটি হবে কল্পনা ও বাস্তবের মিলিত রূপে। তাদের এই ভ্রমণের সাথে কল্পনায় আমরাও ভ্রমণ করব ।

আবহমান কাল থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নদী কেন্দ্রিক বৈচিত্র্যে ভরা সংস্কৃতি। পঞ্চরত্নের সাথে এ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানব। প্রতি বিভাগে ভ্রমণে আমাদের জানার বিষয়গুলো হবে লোক চিত্রকলা, লোকগান, লোকনাচ, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন।

যাত্রাপথে আমরা আমাদের আগ্রহ আর পছন্দের ভিত্তিতে আঁকব, গড়ব, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় করব। স্থানীয় লোকসংস্কৃতির চর্চা করব। এক্ষেত্রে আমরা সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করব।

এ বইতে মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে জানব, চর্চা করব আর দেশকে ভালোবাসব।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১—৮
কল্পনাতে ভ্রমণ করি নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি	৯—১৪
তিস্তাপারের গল্প	১৫—২০
পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা	২১—২৭
রূপসা তীরের উজান সুরে	২৮—৩৩
কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে	৩৪—৩৮
বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা	৩৯—৪৫
কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে	৪৬—৫০
সুরমা নদীর তীরে	৫১—৫৬
সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে	৫৭—৬৩

ভূমিকা

মানুষ মাত্রই কোনো না কোনো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সমাজে বসবাস করে। সমাজবদ্ধ মানুষ যখন বিশেষ আচার-আচরণকে ধারণ ও লালন করে জীবনযাপন করে তখনই গড়ে ওঠে একটি সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি ও মানুষ একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। শিল্পের মাধ্যমে ব্যক্তির সংস্কৃতির চর্চা তাকে নান্দ-নিকভাবে আত্মপ্রকাশে সহযোগিতা করে। তাই একজন শিক্ষার্থীকে নান্দনিক ও মানবিক গুনাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রস আস্বাদন করতে পারা, নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করার মাধ্যমে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারা এবং নান্দনিক ও রুচিশীলভাবে জীবনযাপনে আগ্রহী হওয়া।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ের মধ্য দিয়ে শি-ক্ষার্থী চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সৃজ-নশীল ধারা সম্পর্কে জানবে, চিনবে, চর্চার সুযোগ পাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে যেকোনো শাখায় আগ্রহী হয়ে বিশেষায়ন করতে পারবে। অর্থাৎ, এরই মাধ্যমে শিক্ষার্থী একজন নান্দনিক, রুচিশীল ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

এই বিষয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যেহেতু সকল শিক্ষার্থী শিল্পকলায় বিশেষায়ণের দিকে যায় না তাই শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের শ্রোতা বা দর্শক হিসেবে শিল্পকর্ম উপভোগ করতে পারার ব্যাপারেও দক্ষ ও আগ্রহী করে তোলা হবে। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনে শিল্পকে উপজীব্য করে উচ্চতর শিক্ষা বা আত্মনির্ভরশীল হতেও শিল্পকলার যেকোনো ধারাকে বিবেচনা করতে পারবে।

বিষয়ের ধারণায়ন

শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে উদার, সংবেদনশীল, নান্দনিকবোধসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকৃতি পাঠ, শিল্প ও সং-স্কৃতি-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের সৃজনশীল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই এই শিল্প ও সংস্কৃতি এর সমন্বিত শিখন বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিল্পকে উপজীব্য করে শিশুদের সঠিক মনোবিকাশে সহায়তা করা যাবে। এই শিখনের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপঃ

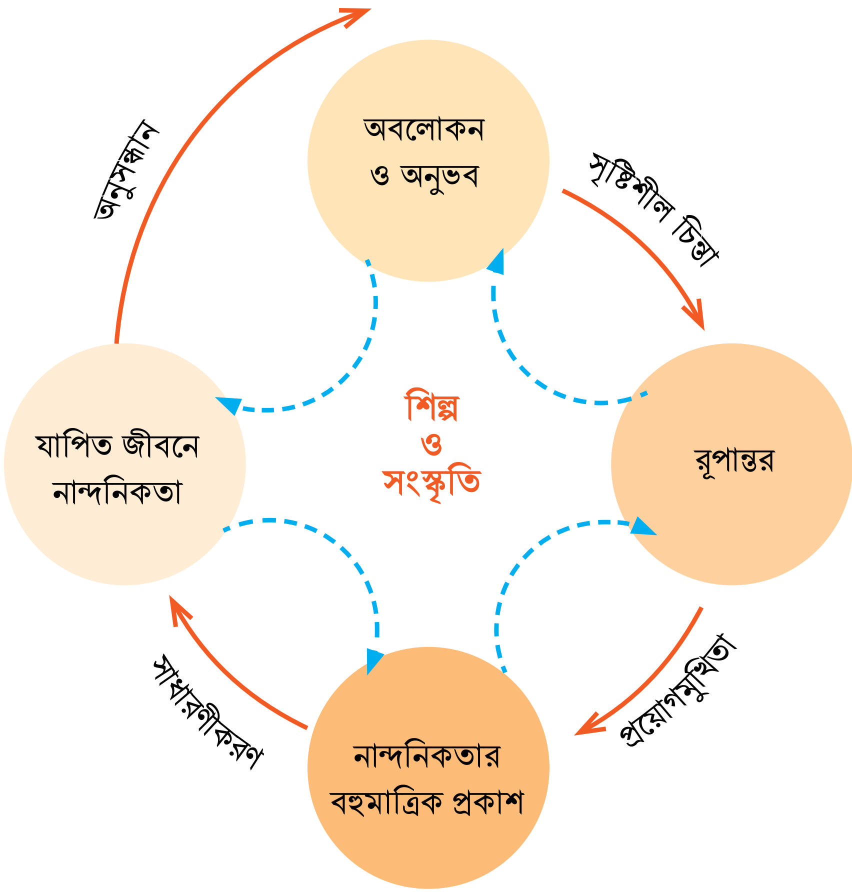

প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব (দেখে, শুনে, স্পর্শ ও অনুধাবন) করে শিল্পের উপাদান হিসেবে আকার, আকৃতি, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা এবং তার প্রতিলিপি ও প্রতিরূপ তৈরি।

রূপান্তর

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পের উপাদানসমূহের নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ।

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের ধারণা ও যোগ্যতার দৈনন্দিন কাজ ও বিশেষত্ব তৈরিতে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ।

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

যাপিত জীবনে নান্দনিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও গুণাবলির বিকাশ (জাতীয়তা, বিশ্ব-নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবিকতা, বৈচিত্র্যকে সম্মান, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি।

অষ্টম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার শাখার মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, উপলব্ধি ও শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

৮.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা।

৮.৫ নিজের বিশেষত্বকে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ এবং ব্র্যান্ডিং করতে পারা এবং অন্যের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারা।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

নিচে প্রতিটি যোগ্যতার জন্য শিক্ষার্থীরা কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে তা ব্যাখ্যা করা হলো

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো

শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

দৈনন্দিন, পারিবারিক বা সামাজিক কোন পরিস্থিতি বা বিষয় পর্যবেক্ষণ করে, বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে অংশগ্রহণ করে তার বিশ্লেষণ করার এবং সে বিষয়ের বিন্যাস ও ভিন্নতাকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিতে হবে। এসব শিক্ষার্থীদের পারিবারিক, সামাজিক ও স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহের উপর হতে হবে যাতে তারা সহজেই নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলাতে পারে। এতে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপাদান থাকতে হবে যার মাধ্যমে তারা লোকভঙ্গি, লোকসুর, লোকশিল্পের করণকৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে।

পরবর্তীতে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ্রিত ভাবনাকে চারু ও কারুকলা, নাচ, গান, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির করণকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশের/প্রদর্শনের সুযোগও সৃষ্টি করে দিতে হবে।

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি ও উপলব্ধি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনার (বিষয়বস্তু ও চরিত্র) উপর গল্প শুনিয়ে বা দেখিয়ে অনুভব ও উপলব্ধির করার সুযোগ করে দিতে হবে। এগুলো শিক্ষার্থীদের পারিবারিক, সামাজিক ও স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহের উপর হতে হবে যাতে তারা সহজেই নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলাতে পারে। তারা যেন এসব অনুভব ও উপলব্ধি করে নিজের কল্পনায় তা নিয়ে ভাবতে পারে, নিজের মতো করে সাজাতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে।

পরবর্তীতে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ্রিত ভাবনাকে চারু ও কারুকলা, নাচ, গান, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি মাধ্যমে সংবদেনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শনের পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

বিভিন্ন ধরনের দেশীয় বা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান/মেলা/প্রদর্শনী/আয়োজন/আসরে পরিবেশ-নায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। অংশগ্রহণের আয়োজন বিদ্যালয় থেকে করা যেতে পারে অথবা শিক্ষার্থী যদি অভিভাবকের সাথে যেতে পারে তাও বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি বাস্তবে যাওয়া/

উপভোগ করা সম্ভব না হয় তবে ভিডিও/ছবি দেখিয়ে হলেও বিভিন্ন পরিবেশনা উপভোগের সুযোগ করে দিতে হবে। পাশাপাশি তারা যাতে উপভোগকৃত শিল্পকর্মের করণকৌশল নিজের মতো মূল্যায়ন করতে পারে এবং রুচিশীলভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। লোকজ ও দেশীয় বিভিন্ন ধরনের ও প্রকারের শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে সহায়তা করতে হবে।

৮.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী বিষয়ভিত্তিক অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ (অডিও, ভিডিও, বই, ছবি, চিত্র, চলচ্চিত্র) প্রদর্শন ও শোনানোর মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে উপভোগ করার সুযোগ করে দিতে হবে এবং তা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতার জন্য আলাদা করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার প্রয়োজন নাই বরং ৮.১ থেকে ৮.৩ যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেসব বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব বিষয়বস্তুর উপর অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ নির্বাচন করে নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতায় ব্যবহার করার মাধ্যমে এই যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। বিষয়ভিত্তিক অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ বিশ্লেষণ করে নিজের যেমন মতামত প্রকাশ করবে তার পাশাপাশি অন্য সহপাঠীর মতামতকেও যাতে গুরত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে তা চর্চা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৫ নিজের বিশেষত্বকে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ এবং ব্র্যান্ডিং করতে পারা এবং অন্যের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

এই অভিজ্ঞতার জন্য আলাদা করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করার প্রয়োজন নাই বরং ৮.১ থেকে ৮.৪ যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেসব কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব কাজ/উপস্থাপনা করার সময় যাতে শিক্ষার্থীরা নান্দনিকতাবোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, পরিমিতিবোধ, সহনশীলতা, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ-খাওয়ানো ইত্যাদি অনুশীলন করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এই যোগ্যতার মধ্য দিয়ে যাতে তাদের সংবদেনশীলভাবে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা যাতে শিখতে পারে যে কীভাবে নিজের সৃষ্টকর্ম অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে পারা যায় এবং অন্যের বিশেষত্ব কীভাবে অনুধাবন করা যায় সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

৮ম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ, পারিবারিক ও সামাজিক

ঘটনাপ্রবাহ, ও লোক সংস্কৃতি নিয়ে মোট ০৯টি শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি করা হয়েছে। যেগুলোর সেশন পরিকল্পনা পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে।

আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) এপ্রোচ সংক্রান্ত নির্দেশনা

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- "কল্পনাতে ভ্রমন করি নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি" অভিজ্ঞতাকে ৮.১ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে যার সাথে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ৮.২ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন—বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সংযোগ রয়েছে। অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের কাজের সাথে তাই যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতা দেওয়ার কাজ করতে পারেন।

বিষয়বস্তু

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের অষ্টম শ্রেণির জন্য মূল বিষয় হচ্ছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ ভ্রমন করে সকল বিভাগের লোকশিল্প, ঐতিহাসিক স্থান, জাতীয় দিবস, লোকখেলা, স্থানীয় মেলা, উৎসব, ঐতিহ্যবাহী খাবারের সম্পর্কে জানাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক ভ্রমনের সময় পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরন, সময়ানুবর্তিতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী খাপ-খাওয়ানোর সুযোগ সৃষ্টি এবং সহযাত্রী বন্ধুসহ সকলের সাথে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতার বিষয়কে নান্দনিকতার রূপক হিসেবে ফুটিয়ে তোলা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের পরিবেশে নান্দনিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাবে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার করবে। সেই সাথে শিল্পের উপাদান হিসেবে নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।

দৃশ্যকলা

- ডিজাইন (নকশা)- জ্যামিতিক, প্রাকৃতিক।
- কম্পোজিশন (চিত্র রচনা)- জ্যামিতিক, প্রাকৃতিক।
- পরিপ্রেক্ষিত- (রৈখিক ও বায়বীয়)।
- ভারসাম্য ও অনুপাত, ঐক্য ও বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, গতিময়তা, ছন্দ, গুরুত্ব আরোপ।

উপস্থাপন কলা

- স্বর- আরোহ-অবরোহ (স্বর সাধনা)।
- ছন্দ- দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক।
- তাল- দাদরা, কাহারবা, তেওড়া।
- লয়-বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত।
- পদচলন, মুখভঙ্গি (রস), হস্তমুদ্রা, মস্তক ক্রিয়া, দৃষ্টিভেদ, বলিষ্ঠ ভঙ্গি-লাস্যময়ী ভঙ্গি।

সেশন বিন্যাস

নং	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
১	কল্পনাতে ভ্রমণ করি নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি	৪টি সেশন
২	তিস্তাপারের গল্প	৭টি সেশন
৩	পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা	৭টি সেশন
৪	রূপসা তীরের উজান সুরে	৫টি সেশন
৫	কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে	৫টি সেশন
৬	বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা	৬টি সেশন
৭	কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে	৪টি সেশন
৮	সুরমা নদীর তীরে	৫টি সেশন
৯	সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে	৬টি সেশন
	সর্বমোট সেশন	৪৯টি সেশন (৫৬টি সেশন)

এখানে সর্বমোট ৪৯টি সেশনের পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে। মূল্যায়ন অথবা যেকোনো শিখন অভিজ্ঞতার জন্য আপনি প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সেশন (৭টি) ব্যবহার করতে পারবেন।

সাধারণ নির্দেশনা

- শিল্পকলার শাখা যেমন- দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ, উপাদান, নিয়মকানুন বা করণকৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রকাশকেই গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য দেওয়া বা নিরুৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা তাদের মনের আনন্দে যা আঁকবে, গড়বে, প্রদর্শন বা উপস্থাপন করতে পারবে তাতেই উৎসাহিত করতে হবে। তবে নিয়মনীতি বা করণকৌশল অনুসরনের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার নিয়মনীতি বা করণকৌশল শিক্ষক আগে জানবেন এবং তারপর শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- অষ্টম শ্রেণির বইটিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের আঞ্চলিক বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। তাই পাঠ্যবইয়ে উল্লেখকৃত প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে যে সকল তথ্য উপাত্ত আছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাবেন। একই সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কারো যদি উল্লিখিত বিভাগের দর্শনীয় স্থান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ, শিল্প পণ্য, স্থানীয় খাবার, স্থানীয় গান এবং নাচ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং শ্রেণিকক্ষের অন্যসকল শিক্ষার্থীদের সামনে সে অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিখন-শেখানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষক সমষ্টিগত শিখন পদ্ধতি, সহযোগীতামূলক শিখন পদ্ধতি, অনুসন্ধানমূলক শিখন পদ্ধতিকে বিবেচনা করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ, পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও আনন্দময় করে তোলার জন্য অন্য যেকোন শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে বিবেচনা করতে পারেন, যেমন একক-দলগত কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, ব্রেইন

স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং, সাক্ষাতকার গ্রহণ, প্রকল্পভিত্তিক শিখন, প্রশ্ন-উত্তর, ভ্রমন, পর্যবেক্ষণ, চর্চা বা অনুশীলন, মাইন্ড ম্যাপিং, ভূমিকাভিনয়, প্রদর্শন ও পরিবেশন, বিষয়ভিত্তিক/থিমভিত্তিক প্লেনারি সেশন, আলোচনা, বিতর্ক, প্রকল্পভিত্তিক শিখন, সৃজনশীল প্রযোজনা (ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন)।

- দলগত কাজে ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী ও শিখন চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে বিভাজন করবেন।
- সহজ, সরল, বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- শিখন-শেখোনোর ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ককে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।
- বিভিন্ন জাতিসত্তার শিক্ষার্থী অথবা শিখন চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে মৌখিক ভাষার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ইশারা ভাষা ব্যবহার করবেন।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষত্রে ব্যবহৃত কোন উপকরণ বা উপাদান শিক্ষার্থীদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থার জন্য উপযুক্ত কি না তা নির্নয় করে ব্যবহার করতে হবে।
- দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন সহজলভ্য ও প্রাকৃতিক উপকরণ কে প্রাধান্য দিবেন। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকার প্রত্যেকটি পাঠের শুরুতে উক্ত পাঠের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরনের উল্লেখ আছে। উপস্থাপনকলার ক্ষেত্রে বিশেষত বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাপ্তিসাপেক্ষে হারমোনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, বাঁশিসহ স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা দেখে সে অনুযায়ী শিখনকালীন/ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

মাদ্রাসা শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উল্লিখিত সাধারণ নির্দেশনার আলোকে এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হবেন। যেমন-

- যেখানে গানের কথা বলা হয়েছে সেখানে শিক্ষকগণ হামদ্, নাত, ইসলামি সংগীত ইত্যাদি সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারেন।
- আঁকার ক্ষেত্রে রেখা, আকার-আকৃতি, গড়ন, রঙের ধারণা ব্যবহার করে পরম করুনাময় আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্য এঁকে প্রকাশ করা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন ইসলামি নকশা আঁকতে সহায়তা দিতে পারেন।
- ইসলামি নীতিভিত্তিক সংলাপ, গল্প ইত্যাদি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা দিতে পারেন।
- কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত চর্চা করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রদর্শন ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়েও মূল্যায়ন করা যাবে।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিস্তারিত শিক্ষক নির্দেশনা পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা হলো।

কল্পনাতে ভ্রমন করি নিজের মনে স্বদেশে ঘুরি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, ও উপলব্ধি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদন-শীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন জনপদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে স্থানীয়, দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যকার ভিন্ন ভিন্ন রূপকে অনুধাবন করতে পারা এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারা। দৃশ্যকলার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলন করা। দৃশ্যকলার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল স্কেচের নিয়মনীতি ও করণকৌশল অনুসরন করে পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ত্রিমাত্রিকবস্তু, জড়জীবন (Stilllife), দৃশ্য (Landscape) অনুশীলন করে তা প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

শিখন সময়: ০৪টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ পরিপ্রেক্ষিত (perspective)

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, ভূমিকাভিনয়, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ

উপকরণ

- সকল সহজলভ্য সাধারণ কাগজ, দিনপঞ্জিকার/ক্যালেন্ডারের পেছনের খালি অংশ, নিউজপ্রিন্ট কাগজ, সহজলভ্য সাধারণ পেন্সিল/ সাধারণ কালি কলম/বলপয়েন্ট কলম/চারকোল বা কাঠ কয়লা ইত্যাদিকে উপকরণ হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে। সহজলভ্য সাধারণ উপকরণের সৃজনশীল ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে।
- বিভিন্ন রঙের পেন্সিল/প্যাস্টেল/HB, ২B, ৪B, ৬B ইত্যাদি পেন্সিল, কার্টিজ পেপার, আর্ট পেপার ইত্যাদি সম্পর্কে যদি সম্ভব হয় ধারণা দেয়া যেতে পারে। এইক্ষেত্রে এইসব উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের কোনভাবে বাধ্য করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

দেশের ৮টি বিভাগের প্রধান নদী, স্থানীয় সংস্কৃতি, উৎসব, লোকশিল্প, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন চিহ্নিত করার মাধ্যমে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে, সংস্কৃতির ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারা। বিভিন্ন ছবি দেখা আর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে অর্জিত ধারণা ত্রিমাত্রিক বস্তু, জড় জীবন (still life) বা দৃশ্য (Landscape) স্কেচের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।

কল্পনাতে ভ্রমণ করি
নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি

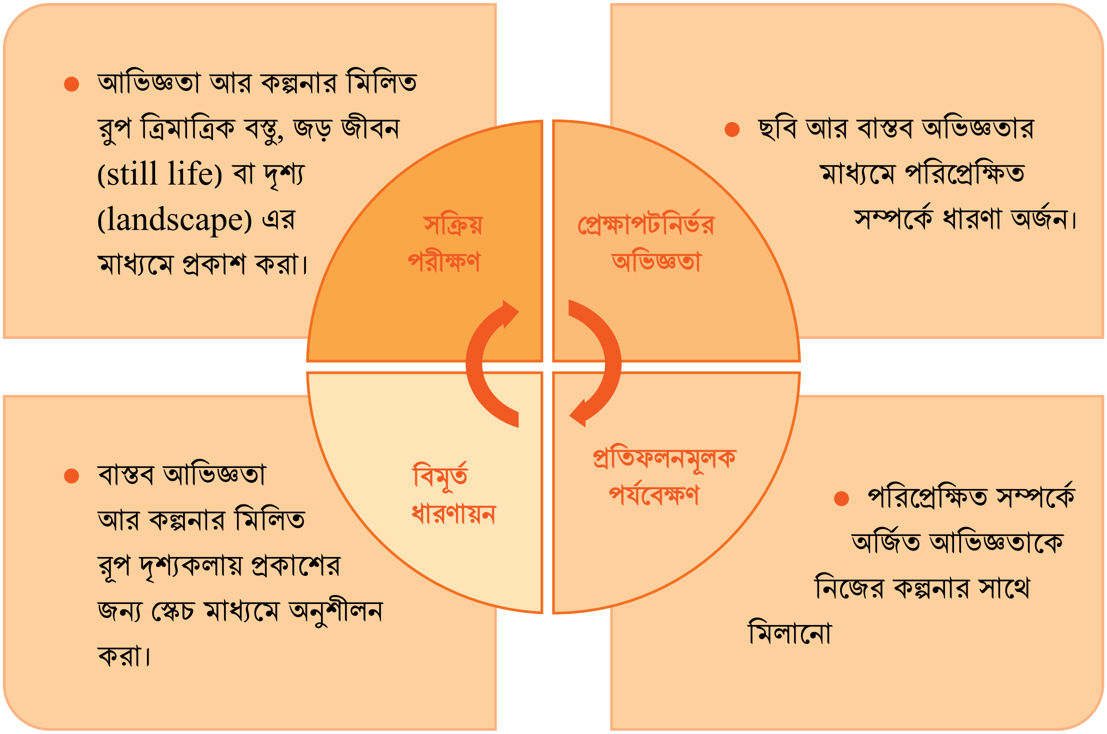

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

বন্ধুখাতা

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মতো অষ্টম শ্রেণির জন্যও শিক্ষার্থীরা একটি বন্ধুখাতা তৈরি করবে। সাধারণ কাগজ, দিনপঞ্জিকার/ক্যালেন্ডারের পেছনের খালি অংশ, নিউজপ্রিন্ট কাগজসহ সকল সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে শিক্ষা-র্থীরা তাদের বন্ধুখাতা তৈরি করবে। এইখাতার মলাট তারা নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে পছন্দমতো সাজাবে। বন্ধুখাতা হবে তাদের সবসময়ের বন্ধু। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত, পত্রিকার অংশ, ছবি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া প্রাকৃতিক উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু আঠা দিয়ে লাগিয়ে, নিজের মতো করে ছবি এঁকে, লিখে বন্ধুখাতায় সংরক্ষন করবে। উল্লেখ্য যে কোনো অবস্থায় দামী কাগজ যেমন- কার্টিজ পেপার, আর্ট পেপার, বক্সবোর্ডসহ কোনো দামী কাগজ দিয়ে বন্ধুখাতা তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা যাবে না। এই বন্ধুখাতা হবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে সৃজনশীলতা প্রকাশের সঙ্গী।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১:

- শিক্ষক প্রথম সেশনে শ্রেণিকক্ষে এসে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এজন্য প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে আসবেন যেখানে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ৮টি বিভাগের নদীসমূহ চিহ্নিত আছে।
- শিক্ষক অষ্টম শ্রেনির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের পথপরিক্রমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিবেন যার মাধ্যমে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নদীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠবে।
- শিক্ষক ৫ জন করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলে ভাগ করবেন। পাঠ্যবইয়ের শুরুতেই একটি কথোপকথন আছে, সেই অংশটি পড়তে দিবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের বলবেন, প্রতি গ্রুপ থেকে এই অংশটি একটি ছোট নাটিকার মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। সেই অনুসারে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিবে।

নিচের অংশটি অভিনয় করে উপস্থাপন করবে

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের অপরুপ সুন্দর একটি উপজেলা হলো তেঁতুলিয়া। উপজেলাটির একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির পাঁচজন সহপাঠী টিফিনের ফাঁকে তুমুল আলোচনায় মেতেছে। তাদের আলোচ-নার বিষয় হলো দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধসহ আরো অনেক কিছু। ফারহানুর রহমান আকাশ, জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা, সমীরন দাস সমীর, রেশমা আক্তার অবনী এবং আব্রাহাম বুজভেল্ট আগুন হলো পাঁচ বন্ধু। এই পাঁচ বন্ধুকে সবাই পঞ্চরত্ন বলে ডাকে। এরা সবাই সপ্তম শ্রেণির পাঠ শেষ করে অষ্টম শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করেছে। একই শ্রেণির সহপাঠী হলেও এদের সবার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ। ছবি আঁকার খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে আকাশের। ইরার রয়েছে ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা ও লেখার, সমীরনের গান ও বাদ্যযন্ত্রে, অবনীর নৃত্য ও অভিনয়ে, আর মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ রয়েছে আগুনের। আলোচনার এক পর্যায়ে ইরা আবৃত্তি করতে লাগলো সৈয়দ শামসুল হক এর কবিতা-

আমি জন্মেছি বাংলায়

আমি বাংলায় কথা বলি।

আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।

চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।

তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে?

(সংক্ষেপিত)

আবৃত্তি শেষ হবার পরে অবনী বলল- নিজের দেশটার মায়াময় রূপ, ঐতিহ্য আর অপার সমৃদ্ধির নিদর্শনগুলো কবে যে ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবো! এমন সময় আকাশ তার ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা বাংলাদেশের একটি মানচিত্র বের করল। মানচিত্রটি দেখিয়ে আকাশ তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, গত কয়েকদিন ধরে আমি নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক জনপদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের প্রধান প্রধান নদী এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদ ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে অনেক কিছু জেনেছি এরই মধ্যে। আমরা সবাই মিলে আনন্দময় ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজের দেশটা ঘুরে দেখতে পারি ও দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। আকাশ বলল এটা হবে একটা খেলার মতো যেখানে আমাদের ভ্রমনটা হবে বাস্তব আর কল্পনার মিলিত রূপ। সবাই বলল সেটা কিভাবে? আকাশ বলল এর জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার দেশের ৮টি বিভাগের লোকচিত্রকলা, গান, নাচ, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নত্ত্বাতিক নিদর্শনের তথ্য ও ছবি। সাথে একটা বাংলাদেশের মানচিত্র। প্রতিটি বিভাগের তথ্য হবে বাস্তব আর সে তথ্য ধরে আমরা কল্পনায় সে বিভাগটা ভ্রমন করব।

আকাশের এই কথায় সবার মধ্যে এক অদ্ভুত ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি হলো। সবাই সমস্বরে বলে উঠল অসাধারণ আইডিয়া। সমীর বলল তাহলে আমরা আমাদের এই কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমনের একটা নাম রাখি। ইরা বলল আমাদের এই কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমনের নাম- ‘কল্পনাতে ভ্রমণ করি, নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি’।

- এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অন্তত একটি বা দুইটি দলকে এই কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সপ্তম শ্রেণির মতো অষ্টম শ্রেণির জন্যও একটি নতুন বন্ধুখাতা তৈরি করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে এই সেশন শেষ করবেন।

সেশন ২:

- পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত দলগত কাজটি করতে দিবেন। কাজটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে/বারান্দা/স্কুল মাঠে হতে পারে।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রথমে সমান উচ্চতার পাঁচজন শিক্ষার্থী নিয়ে একটা দল গঠন করবেন। দলের সবার হাতে একই রঙের সমান সাইজের একটি করে কাগজ দিবেন। কাগজগুলো নিয়ে দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেনিকক্ষ/বিদ্যালয়ের বারান্দা/স্কুল মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠ্যবইয়ে ছবি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দুরত্বে দাঁড়াতে নির্দেশনা দিবেন। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষেত্রে কাগজের পরিবর্তে শিল্প ও সংস্কৃতি পাঠ্যবইও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- তারপর অন্য শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়ানো বন্ধুদের দেখে দূরত্বের কারনে তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষন করতে বলবেন।
- এবার শিক্ষক লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদেরকে দেখিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলবেন- আমরা যেখানে

দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখলে কাছে দাঁড়ানো বন্ধুটিকে দেখতে সবচেয়ে বড় মনে হবে, সেইসাথে তার হাতের কাগজটিও বড় এবং গাঢ় রঙের মনে হবে। আমাদের থেকে ক্রমশ দূরে দাঁড়ানো বন্ধুদের এবং তাদের হাতের কাগজটি ছোট মনে হবে এবং রঙটিও হালকা মনে হবে।

- এবার শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদেরকে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষনের জন্য কিছুটা সময় দিবেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইবেন।
- পর্যবেক্ষন শেষে শ্রেণিকক্ষে ফেরত এনে পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে দুরত্বের বিষয়টি ছবি আঁকায় কিভাবে বুঝানো হয় তা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর সাথে তাদের আজকের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মেলাতে বলবেন।
- পরবর্তীতে পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে পাঠ্যবইতে যা তথ্য আছে তা এককভাবে পড়তে দিবেন। এই ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাকিদের মতামত জানতে চাইবেন।

তৃতীয় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩:

- শিক্ষক পাঠ্যবই অনুসরন করে পেন্সিল স্কেচ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছকে হালকা থেকে গাঢ়, গাঢ় থেকে হালকা টোন অনুশীলন করবে। প্রদত্ত ছক শিক্ষার্থীরা বন্ধু খাতায় এঁকে টোন অনুশীলন করবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজ হবে যার যার বন্ধুখাতায় বইয়ে প্রদত্ত ছবিগুলো দেখে পেন্সিল স্কেচ অনুশীলন করা। এক্ষেত্রে তারা পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানকে কাজে লাগাবে।
- শিক্ষক পেন্সিল স্কেচ করার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে যাবেন, কেউ না বুঝলে বুঝিয়ে দিবেন এবং তাদের সহযোগিতা করবেন।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৪:

- পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানকে ব্যবহার করে পেন্সিল/বল পয়েন্ট স্কেচের সাহায্যে পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ত্রিমাত্রিক বস্তু, জড় জীবন (still life) ও দৃশ্য (Landscape) আঁকা অনুশীলন করাবেন।
- সহজলভ্য সাধারণ পেন্সিল ও বল পয়েন্ট, কালি কলম ইত্যাদি দিয়ে স্কেচের পাশাপাশি পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামতো রঙ পেন্সিল/প্যাস্টেলের সাহায্যে অনুশীলন করতে চাইলে শিক্ষক তাতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- এই কাজটি শিক্ষার্থীদের বন্ধুখাতায় করার নির্দেশনা দিবেন।
- সবশেষে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের আঁকা ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা একে অন্যের ছবিগুলো দেখতে পারে এবং গঠনমূলক মতামত দিতে পারে।

তিস্তাপারের গল্প

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার নির্দিষ্ট করণকৌশল এবং নিয়মনীতি হিসেবে অনুপাত ও ভারসাম্য, কাহারবা তালে আরোহন ও অবরোহন, পদচলন, মুখভঙ্গি অনুশীলন করতে পারা এবং নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে তা

প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা। দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে রংপুর বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

শিখন সময়: ০৭টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ নকশা ও চিত্ররচনার অনুপাত ও ভারসাম্য

উপস্থাপন কলাঃ কাহারবা তালে আরোহন ও অবরোহন; পদচলন, মুখভঙ্গি।

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, অনুসন্ধান পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ

উপকরণ

ছবি আকার উপকরণ: সাধারণ পেন্সিল, সহজলভ্য সাদা কাগজে রেখাটেনে বানিয়ে নেয়া গ্রাফ কাগজ, কাপড়ে ব্যবহার করা নীলের গুড়া, সাদা কাগজে নারিকেল তেল লাগিয়ে তৈরি করা ট্রেসিং বা স্বচ্ছ কাগজসহ সহজলভ্য সাধারণ উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষক বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন। যেন শিক্ষার্থীরা নিজের চারপাশের সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারে।

একই সাথে কোন শিক্ষার্থী চাইলে ট্রেসিং পেপার অথবা কালার পেন্সিল ব্যবহার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই ধরনের উপকরনের ব্যবহারে কোন রকম বাধ্য করা যাবেনা।

গানের উপকরণ: বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে গানটি যেকোন মাধ্যমে শুনানোর ব্যবস্থা করা অথবা শ্রেণির কোন শিক্ষার্থী যদি গাইতে পারে তাকে দিয়ে গেয়ে শোনানোর ব্যবস্থা করা।

নাচের উপকরণ: নজরুল সংগীত (ঝুম ঝুমরা নাচ, নেচে কে এলোরে/রাঙ্গামাটির পথে লো মাদল বাজে) যে কোন মাধ্যমে দেখানো এবং শোনানোর ব্যবস্থা করা।

সারসংক্ষেপ

রংপুর বিভাগের শতরঞ্জির নকশা, ভাওয়াইয়া গান, সাঁওতালী নৃত্য এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ এবং স্থানীয় খাবারের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা। দৃশ্যকলার নিয়মনীতি ও করণকৌশল অনুসরন করে অনুপাত ও ভারসাম্য অনুশীলন করতে পারা। সাথে সাথে উপস্থাপনকলার নিয়মনীতি ও করণকৌশল অনুসরন করে কাহারবা তালে আরোহন ও অবরোহন, পদচলন, মুখভঙ্গি অনুশীলন করতে পারা। সবশেষে, দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে শতরঞ্জির নকশার অনুসরণে নিজের তৈরি করা নকশা ব্যবহার করে সৃজনশীল নতুন পন্য তৈরি করা, খসড়া চিত্র (Layout) তৈরি করা, ভাওয়াইয়া গান এবং সাঁওতালী নাচ সম্পর্কে জেনে চর্চা করা এবং নিজের মতো করে তা উপস্থাপন করতে পারা।

তিস্তাপারের গল্প

- সৃজনশীল নকশার সাহায্যে নতুন পণ্য তৈরি করা এবং তা প্রদর্শন করা।
- নিজের সৃজনশীল পরিকল্পনাকে গান, পদচলন ও মুখভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

- শতরঞ্জির ছবির সাহায্যে তাতে ব্যবহারিত নকশা বোঝা। অনুপাত ও ভারসাম্যসহ নকশা তৈরির নিয়মনীতি ও করণকৌশল সম্পর্কে জানা।
- কাহারবা তালে ভাওয়াইয়া গান, আরোহন ও অবরোহনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন।
- সাঁওতালি নাচের মধ্য দিয়ে পদচলন ও মুখভঙ্গি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

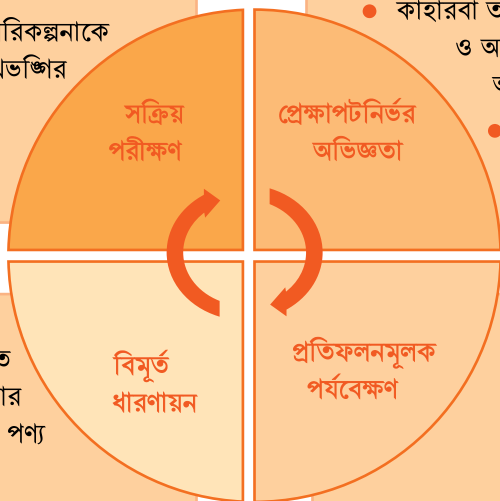

- নকশা সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা আর কল্পনার মিশ্রনে সৃজনশীল নতুন পণ্য তৈরির পরিকল্পনা করা।
- তালে সারগম চর্চা, পদচলন ও মুখভঙ্গি সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার সাথে মিলিয়ে নিজের মতো করে তা প্রকাশের পরিকল্পনা করা।

- নকশা সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার সাথে মিলানো।
- আরোহন ও অবরোহন, পদচলন ও মুখভঙ্গি সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার সাথে মিলানো।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষে ‘তিস্তাপারের গল্প’ পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এই পাঠটি পূর্বের পাঠের পঞ্চরত্নের ভ্রমনগল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন ঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- ‘তিস্তাপারের গল্প’ পাঠটিতে রংপুর বিভাগের লোকশিল্প যেমন- শতরঞ্জির ছবি দেখিয়ে তার ইতিহাস, বুনন, নকশা, জি আই পণ্য হিসেবে শতরঞ্জির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিবেন। সাথে সাথে পাঠটির লেখা ও ছবি অনুসারে ভারসাম্য ও অনুপাত সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

- এরপর অডিও, ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে উপকরণে উল্লিখিত ভাওয়াইয়া গান, সাঁওতালী নাচ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা এককভাবে রংপুর বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি হিসেবে শতরঞ্জি, ভাওয়াইয়া গান, সাঁওতালী নাচ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। সেইসাথে এই বিভাগের অন্যান্য হস্তশিল্প, গান ও নাচ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন, পাঠ্যবইতে দেয়া সকল তথ্য এবং তার বাইরে অন্যান্য মাধ্যমে যেমন- বাবা, মা বা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে শুনে এবং জেনে, বই, পত্রিকা, সংবাদ, ম্যাগাজিন, অডিও, ভিডিওসহ যেকোনো মাধ্যমে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে আনবে।

সেশন ২

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দল ভাগের সময় সাধারণ নির্দেশনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। প্রতিটি দলে ছবি আঁকা, গড়া, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমন্বয় থাকতে হবে। দলীয় উপস্থাপনায় যেন দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপস্থাপন প্রতীয়মান হয়।
- দলগুলো যথাক্রমে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে সংগৃহীত তথ্য দলে আলোচনা করে উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হতে বলবেন। এরপর প্রতিটি দল থেকে ধারাবাহিকভাবে তা উপস্থাপন করবে। একটি দলের উপস্থাপনার সময় অন্য দলগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং উপস্থাপন শেষে নিজেদের মতামত দিবে। শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান যেন সংবেদনশীল ও গঠনমূলক হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থী যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ তাঁকে সে মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- নয়াবাদ মসজিদ, কান্তজী মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ রক্ত গৌরবসহ রংপুর বিভাগের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান, স্থাপনা, স্থানীয় খাবার, সম্পর্কে যেসব তথ্য বইতে আছে তা পড়তে বলবেন এবং নিজের এলাকার এই ধরনের কোন বিষয় আছে কি না তা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন। তথ্যসমূহ বন্ধুখাতায় লিখে আনবে।

তৃতীয় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩, ৪, ৫ ও ৬

- শিক্ষক পাঠ্যবইতে দেওয়া শতরঞ্জির নকশায় ব্যবহারিত মোটিফগুলো দেখতে বলবেন এবং ছক কেটে তা বুঝিয়ে দিবেন। দলের মধ্যে ছবি আঁকায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা খাতায় ছক এঁকে সে অনুসারে নকশা

অনুশীলন করবে।

- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত প্রতিসম ভারসাম্যের (Symmetrical Balance) নিয়ম আনুসরন করে দুই পাশ সমান রেখে শতরঞ্জির মোটিফ ব্যবহার করে নিজেদের ইচ্ছামতো নতুন নকশা তৈরি করতে বলবেন।
- এই ক্ষেত্রে কাগজের বাম পাশে সোজা আর ডান পাশে বিপরীতভাবে মোটিফ সাজিয়েও শিক্ষার্থীরা নতুন নকশা তৈরি করতে পারে।
- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ছক এঁকে কিভাবে ছোট নকশাকে প্রয়োজন মতো বড় করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দিবেন এবং তা অনুশীলন করতে বলবেন।
- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ট্রেসিং পেপারে অথবা নিজেরদের তৈরি স্বচ্ছ কাগজে করা নকশা অনুযায়ী ছিদ্র করে নীলের গুড়া দিয়ে কাপড়সহ অন্যান্য উপকরণে নকশা স্থানান্তর করার পদ্ধতিটা অনুশীলন করতে বলবেন।

ছোট মোটিফ বা নকশা বড় করা এবং অন্যান্য উপকরণে নকশা স্থানান্তরের তথ্যটি সংযোজন করা হলো।

ছোট মোটিফ বা নকশা বড় করে আঁকার পদ্ধতি -

- খসড়া নকশাটির উপর এক সেন্টিমিটার করে ছক এঁকে নিতে হবে।
- যে অনুপাতে খসড়া নকশাটা বড় করা প্রয়োজন সে অনুপাতে কাগজ অথবা যে উপকরণের উপর বড় করে আঁকতে হবে তাতে ছক এঁকে নিতে হবে। নকশার উপরে আঁকা এক সেন্টিমিটারের ছকটিকে প্রায়োজনমত উপকরণের উপর এক ইঞ্চি থেকে এক ফুটের ছক এঁকে তাতে নকশাটা বড় করে আঁকতে হবে।
- এইভাবে শিক্ষার্থীরা নকশাকে যতটুকু ইচ্ছা বড় করতে পারবে।

এবার জানব কাগজে আঁকা নকশা কিভাবে কাপড়সহ অন্যান্য উপকরণে স্থানান্তর করা যায়।

- খসড়া নকশাটির উপর ট্রেসিং পেপার বসিয়ে তাতে নকশাটি এঁকে নিতে হবে। আমরা কি জানি ট্রেসিং পেপার কি? ট্রেসিং পেপার হলো একধরনের স্বচ্ছ কাগজ যা কোন ছবিকে ছাপ দিয়ে আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেসিং পেপার পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে হালকা নারিকেল তেল ঘষে নিজেদের করে ট্রেসিং পেপার বানিয়ে নিতে পারি।
- ট্রেসিং পেপারে আঁকা রেখা ধরে কিছুটা পর পর করে সূচ দিয়ে ছিদ্র করে নিতে হবে।
- এবার নির্দিষ্ট কাপড় অথবা যে উপকরণের উপর আমরা খসড়া নকশাটা স্থানান্তর করতে চাই তার সঠিক স্থানে ট্রেসিং পেপারটা আটকে তার ছিদ্রগুলোর উপর কাপড়ে ব্যবহার করা গুড়া নীল দিয়ে হাল্কাভাবে ঘষতে হবে। এভাবে ঘষার ফলে দেখা যাবে ছিদ্রগুলো দিয়ে নীলের গুড়াগুলো কাপড়ে গিয়ে লাগছে এবং ট্রেসিং পেপারে আঁকা নকশাটি বিন্দু বিন্দু নীল রঙে কাপড় বা প্রয়োজনীয় উপকরণে ফুটে উঠেছে।
- এভাবে কাপড়সহ যেকোনো উপকরণের উপর নকশা স্থানান্তর করে নিজেদের ইচ্ছামত নতুন পণ্য তৈরি করা যায়

- শিক্ষক পাঠ্যবইতে উল্লেখ করা স্বরগুলো কাহারবা তালে চর্চার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।
- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ভাওয়াইয়া গানটি দলের মধ্যে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিজেদের মত করে দলে গেয়ে অনুশীলন করতে বলবেন।
- পাঠ্যবইতে সাঁওতালী নাচের ভঙ্গিগুলো সংক্রান্ত লেখাসমূহ দলীয়ভাবে পড়তে বলবেন এবং দলের মধ্যে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুসারে দলীয়ভাবে তা অনুশীলন করতে বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিল্পী রশিদ চৌধুরীর জীবনী, শিল্পকর্ম, বাংলাদেশের শিল্পকলার জগতে তার অবদান ও তাপশ্রী (Tapestry) বুনন মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পকলাকে বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ইতিহাস পাঠ্যবই ও অন্য যেকোনো মাধ্যমে জানার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৭:

- শিক্ষক প্রত্যেকটি দলকে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো ছবি আঁকা, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার যেকোন শাখার সমন্বয়ে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনাকে তুলে ধরবে।

দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- ছোট নকশাকে প্রয়োজন মতো বড় করার পদ্ধতি, নিজেদের তৈরি স্বচ্ছ কাগজে করা নকশা অনুযায়ী ছিদ্র করে নীলের গুড়া দিয়ে কাপড়সহ অন্যান্য উপকরণে নকশা স্থানান্তর করার পদ্ধতিসহ নিজেদের তৈরি করা নতুন নকশা দিয়ে সৃজনশীল নতুন পণ্য তৈরি করার পরিকল্পনাটির খসড়াসহ (Layout) উপস্থাপনের জন্য বলবেন।
- শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে নিজেদের সংগ্রহীত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বলবেন।

দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- গানের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে অথবা অন্যকোন ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করতে বলবেন।
- নাচের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নজরুল সংগীত (ঝুম ঝুমরা নাচ, নেচে কে এলোরে/রাঙ্গামাটির পথে লো মাদল বাজে) অথবা অন্য যে কোন গানে সাঁওতালী নাচের ভঙ্গি পরিবেশন করতে বলবেন।

পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার নির্দিষ্ট করণকৌশল হিসেবে নকশা, তাল ও লয় সম্পর্ক জেনে অনুশীলন করতে পারা। এছাড়া, দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে রাজশাহী বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি জানার মাধ্যমে গম্ভীরা গান ও নাচের রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

শিখন সময়: ০৭টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলা: ছন্দ- পুনরাবৃত্তিক ও ক্রমবর্ধমান

উপস্থাপন কলা: দাদরা তাল ও লয় এর প্রকারভেদ

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, ব্রেইনস্টর্মিং, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ।

উপকরণ

- বিভিন্ন রংয়ের পরিত্যক্ত কাগজের প্যাকেট/পরিত্যক্ত খবরের কাগজের রঙিন অংশ/দিনপঞ্জিকার/ক্যালেন্ডারের রঙিন অংশ কেটে নকশা করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। কাঁটার জন্য ছোট কাঁচি এবং তা লাগানোর জন্য সহজলভ্য আঠা ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সৃজনশীলতা প্রকাশের পাশাপাশি পরিত্যক্ত সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারবে।
- কোনো শিক্ষার্থী চাইলে দুই রংয়ের পোষ্টার পেপার ব্যবহার করে নকশা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, এই ধরনের উপকরণ ব্যবহারে কোন রূপ বাধ্য করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

রাজশাহী বিভাগের বিখ্যাত সিল্ক, আঞ্চলিক গান, নৃত্য এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে জানা। উপস্থাপন কলার অন্তর্গত লয় ও তাল জেনে, দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে গম্ভীরা গান ও নাচ অনুশীলন করতে পারা। দৃশ্যকলার অন্তর্গত ছন্দের প্রকারভেদ ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে জানা। কাপড়ে ও অন্যান্য উপকরণে নকশা করার করণকৌশল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা। পরবর্তীতে নকশাগুলো নিয়মনীতি অনুসরণ করে কাপড়সহ যেকোন উপকরণের উপর স্থানান্তর করে নতুন নতুন পণ্যের নকশা তৈরি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা

সক্রিয় পরীক্ষণ

- প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে পুনরাবৃত্তিক ও ক্রমবর্ধমান নকশার সাহায্যে নতুন নতুন পণ্যের নকশা করে তা প্রদর্শন করা।
- দাদরা তালের সাহায্যে গানের পরিবেশন করা।
- নিজেদের নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে গম্ভীরা পরিবেশনার আঙ্গিকে উপস্থাপন করা।

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

- পাঠ্যবইয়ের সাহায্যে ছবি আঁকার ছন্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।
- পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত গানের সাহায্যে দাদরা তাল এবং লয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
- গম্ভীরা পরিবেশনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

বিমূর্ত ধারণায়ন

- প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে পুনরাবৃত্তিক ও ক্রমবর্ধমান নকশা তৈরি অনুশীলন করা।
- দাদরা তালের সাহায্যে গানের অনুশীলন করা।
- নিজেদের নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে গম্ভীরা পরিবেশনার আঙ্গিকে উপস্থাপনের পরিকল্পনা করা।

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

- ছন্দ সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা নিজের কল্পনার সাথে মিলানো।
- দাদরা তালকে নিজের কল্পনার গানের সাথে মিলানো।
- গম্ভীরা গানের পরিবেশনা এবং বিষয়বস্তুর সাথে নিজের কল্পনাকেমিলানো।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষে ‘পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা’ পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এই পাঠটি পূর্বের পাঠে ‘তিস্তাপারের গল্প’ পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন ঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- ‘পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা’ পাঠটিতে রাজশাহী বিভাগের ঐতিহ্যবাহী সিল্কের বুনন, সিল্কের তৈরি পণ্য এবং তার নকশার ছবি দেখিয়ে তার সম্পর্কে ধারণা দিবেন। তাছাড়া রাজশাহী বিভাগের ঐতিহ্যবাহী

পরিবেশনা গম্ভীরা সম্পর্কে অডিও, ভিডিও প্রদর্শন করে তা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

- এরপর শিক্ষক পুরো শ্রেণিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ দিবেন রাজশাহী বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী বস্তু/বিষয়, গান, নাচ, দর্শনীয় স্থান, খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে তারা যা জানে এবং বইয়ের তথ্যের সাথে মিলিয়ে তাদেরকে নিজেদের মতো একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ব্রেইনস্টর্মিং করবে/করতে পারে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে কাজ উপস্থাপন করতে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীদের বই থেকে সংগ্রহ করা তথ্য আর পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করা তথ্য আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক সংগ্রহীত তথ্য এবং তথ্যের উৎস যাচাই বাচাই করে শিক্ষার্থীদের মতামত জানাতে বলবেন।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থীর যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহ যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ সে অংশে তাঁকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।
- পাঠ্যবইতে যে মেলার বিবরণ আছে তা পড়ে বন্ধুখাতায় মেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ লিখতে বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা সাম্প্রতিক কোন মেলায় গিয়ে থাকলে তা সম্পর্কে লিখে আনতে বলবেন। তবে পূর্বে যাওয়া কোন মেলার কথা লিখে আনলেও হবে। কোন মেলা, কোথায় হয়, কেন হয়, কী কী পাওয়া যায় ইত্যাদি সব বন্ধুখাতায় লিখে আনতে বলবেন।

সেশন ২

- পাঠ্যবইয়ের মতো করে হাতে তালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তাল ও লয়ের সাথে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পদ্মার ঢেউরে- গানটি গাওয়ার অনুশীলন করাবেন সকল শিক্ষার্থীদের একসাথে। অনুশীলন শেষে তাল ও লয়ের বিন্যাস শিক্ষার্থী নিজের মতো করে বন্ধুখাতায় লিখবে।
- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ছবি আঁকার ছন্দ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন। পাঠ্যবইয়ের আঙ্গিকে পুনরাবৃত্তিক ছন্দ এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দ সম্পর্কে ছবির সাহায্যে বর্ননা করবেন। এছাড়া, ধারাবাহিক ছন্দসহ শিল্পে ব্যবহারিত অন্যান্য ছন্দ সম্পর্কে উচ্চতর শ্রেণিতে বিস্তারিত জানতে পারবে সে বিষয়টি জানাবেন।

তৃতীয় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩

- গম্ভীরা গান নিয়ে যে লেখা আছে তা পড়তে বলবেন। গম্ভীরা গান করতে কি বাদ্যযন্ত্র লাগে, কীভাবে পরিবেশন করে তা সম্পর্কে আরও জেনে বন্ধুখাতায় একটা ছোট অনুচ্ছেদ করে লিখতে বলবেন।

- গম্ভীরা গানের যে অংশগুলো বইতে দেয়া আছে সে লিখেছে তা গম্ভীরার সুর-সহযোগে গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুশীলন করাবেন।

গম্ভীরা গান

বন্যা-খরা ঝড়-জলচ্ছাস প্রকৃতিক দূর্যোগ যত হয়

বৃক্ষছাড়া চারপাশের এই পরিবেশ বাঁচানোর উপায় নাই- নানা হে...

খাল-বিল আর জলাধার যত

নদী-নালা শত শত

পাহাড়-জঙ্গল-বন-বনানীর সঠিক রক্ষা করা চাই- নানা হে......

ঘূর্ণিবাতাস, বজ্রঝড়ে কতজনার প্রাণ যায়

আম-কাঁঠাল, ক্ষেতের ফসল সবকিছুরই ক্ষতি হয়- নানা হে.......

ফল-ফলাদির গাছ লাগাও, দেশের পরিবেশকে বাঁচাও

আশের-পাশের পতিত জমি রেখোনারে আর ফেলি- নানা হে.........

সমীরের গানটা সবাই আনন্দের সাথে উপভোগ করল। এরপর অবনী বলল শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমি একটা গম্ভীরা গান লিখার চেষ্টা করেছি। এবার সে তার লিখা ও সুরকরা গানটি গেয়ে শুনাল।

লেখাপড়া খেলাধুলা খাওয়া দাওয়া যা করি

গান বাজনা, আলকাপ কবি, গম্ভীরা, জারি সারি, নানা হে-

লুঙ্গি-শার্ট-পাঞ্জাবী-শাড়ী এগুলাই হারগে সংস্কৃতি

কির্তন, পদাবলী, বেহুলা লাচি, মেয়েলি গীত গায় এখন, নানা হে-

হে নানা শিল্প সংস্কৃতিই হলো এই বাঙালির পরিচয়, নানা হে-

সেশন ৪

- পরিত্যক্ত কাগজ কেটে পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পুনরাবৃত্তিক ছন্দ এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করবে। নকশার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- নিজেদের এলাকায় যদি কোন শৈল্পিক পোষাক সামগ্রী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থাকে, সেখানে গিয়ে অথবা অন্য যেকোন মাধ্যমে পোষাকের নকশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনার কাজ দিবেন।

পাঠ্যবইতে দেয়া তথ্যসমূহ সংযুক্ত করা হলো

কাগজ কেটে ছবি আঁকার ছন্দ ব্যবহার করে নকশা তৈরি

এই তিন রকমের ছন্দের মধ্য হতে পুনরাবৃত্তিক ছন্দ এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের সাহায্যে খুব সহজে নকশা করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করতে পারে। এই নকশা তৈরিতে শি-ক্ষার্থীরা সহজলভ্য যেকোন দু'রঙের পোষ্টার পেপার ব্যবহার করতে পারে। পোষ্টার পেপার পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের পরিত্যক্ত কাগজের প্যাকেট কেটে তা ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া, কাগজ কাটার জন্য লাগবে ছোট একটি কাঁচি আর কাগজ জোড়া লাগানোর জন্য অল্প আঠা।

- প্রথমে আমরা দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি একটা বর্গক্ষেত্র আকব।
- বর্গক্ষেত্রটি ১ইঞ্চি করে ছক করে নিব।
- এবার দু'টি আলাদা রঙের কাগজ থেকে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ত্রিভূজ এবং বৃত্ত এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। তবে চাইলে ১ ইঞ্চি মাপের ফুল এবং পাতাও ব্যবহার করা যায়।
- এবার ছক আঁকা কাগজের প্রতিটি ছকের একটিতে ত্রিভূজ পরেরটিতে বৃত্ত এইভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পুনরাবৃত্তিক ছন্দের নকশা তৈরি করতে পারি। এই ক্ষেত্রে ত্রিভূজ এবং বৃত্তের পরিবর্তে চাইলে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ফুল এবং পাতা ও ব্যবহার করতে পারি।
- একইভাবে কাগজে ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় বৃত্তে এঁকে তা প্যাঁচানো (Spiral) ভাবে সাজিয়ে খুব সহজে ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করা যায়।
- নিজেদের এলাকায় যদি কোন শৈল্পিক পোষাক সামগ্রী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থাকে, সেখানে গিয়ে অথবা অন্য যেকোন মাধ্যমে পোষাকের নকশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনার কাজ দিবেন।

সেশন ৫:

- শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে নকশাগুলো নিয়মনীতি অনুসরণ করে নতুন নতুন পণ্যের নকশা তৈরির পরিকল্পনা এবং খসড়া চিত্র (Layout) করতে দিবেন।
- শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর জীবনী, শিল্পকর্ম, বাংলাদেশের শিল্পকলার জগতে তার অবদান সম্পর্কে পাঠ্যবই পড়ে জানবে। বাংলাদেশের ফ্যাশন জগতে তাঁর করা ডিজাইন যে নতুন যুগের সুচনা করেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষক বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- নাটোরের উত্তরা গণভবন ও সাবাস বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব তথ্য আছে বইতে তা পড়তে বলবেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যমে আরও তথ্য জেনে বন্ধু খাতায় লিখে আনবে।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৬ ও ৭:

- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দল ভাগের সময় সাধারণ নির্দেশনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। প্রতিটি দলে ছবি আঁকা, গড়া, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমন্বয় থাকতে হবে। দলীয় উপস্থাপনায় যেন দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপস্থাপন প্রতীয়মান হয়।
- দলগুলো পূর্বের ন্যায় যথাক্রমে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের করনীয় ৩টি প্রজেক্টের সম্পর্কে ধারণা দিবেন। প্রজেক্টের বিষয়গুলো হলো যথাক্রমে-

১। পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত বিষয় নিয়ে নিজেদের মতো গম্ভীরা গান রচনা ও পরিবেশনা করা। দলের সদস্যরা শ্রেণিতে তার আয়োজন করবে।

২। দলীয়ভাবে প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে তৈরি নকশাগুলো দিয়ে নতুন নতুন পণ্যের নকশা তৈরির পরিকল্পনা এবং খসড়া চিত্র (Layout) শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং উপস্থাপন করবে।

৩। দাদরা তালের আঙ্গিকে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত গান অথবা বিষয় উপযোগী অন্য কোনো গান পরিবেশন করবে।

- দলগুলো নিজেদের পছন্দমতো প্রজেক্টের বিষয় বেছে নিয়ে সে বিষয়ে নিজেদের প্রদর্শনী অথবা উপস্থাপনার ব্যবস্থা করবে।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থী যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ তাঁকে সে মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের যেকোনো দল গম্ভীরা, দাদরা তালের গানের পরিবেশন ও নকশাকৃত নতুন পন্যের উপস্থাপন করার সময় অন্য দলগুলো তখন উক্ত দলের পরিবেশনা বা প্রদর্শনী সম্পর্কে নিজের দলের মতামত খাতায় লিখে রাখবে এবং শেষে তা উপস্থাপন করবে।

রূপসাতীরের উজান সুরে

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

৮.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার পটচিত্র, বাউল গানের নির্দিষ্ট করণকৌশল জেনে অনুশীলন করতে পারা এবং নিজের মতো করে উপভোগ করা এবং মূল্যায়ন করে রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। এছাড়া, দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি জানার মাধ্যমে লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা। পটচিত্র ও বাউল গানের অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারার সুযোগ সৃষ্টি।

শিখন সময়: ০৫টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ পটচিত্র

উপস্থাপন কলাঃ বাউল গান

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ।

উপকরণ

- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত নির্দেশনা মতো ফুল, পাতা, কাঁচা হলুদ, পানের খয়ের, খড়ি মাটি, কাপড়ের নীল, চেরাগ বা কুপির কার্বন বা কালিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে রং তৈরি করে তা দিয়ে সাধারণ কাগজে ছবি আকার বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক রং দিয়ে ছবি আঁকার বিষয়ে ধারণা পাবে। বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা তৈরির যে উদ্যোগ সে সম্পর্কেও জানতে পারবে। সাথে সাথে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা নিজস্ব তৈরি রং দিয়ে ইচ্ছামতো ছবি এঁকে নিজেদের সৃজনশীলতাকে তুলে ধরতে পারবে।
- কোন শিক্ষার্থী চাইলে পেন্সিল, কলম, রংপেন্সিল, প্যাস্টেল রঙ ব্যবহার করতে পারবে তবে এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধ্য করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান হওয়ায় খুলনা নগরীকে বলা হয় ‘শিল্প নগরী’। খুলনা নগরীতে কাল্পনিক ভ্রমনের মাধ্যমে গাজীর পট, পট তৈরির পদ্ধতি, বাউল গান ও প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে রঙ তৈরির করণকৌশল জেনে তা চর্চা করবে। এছাড়া, দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক সংস্কৃতি জানার মাধ্যমে লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হবে। এছাড়া, লালনশাহ ফকির, মুজিবনগর ও সুন্দরবন সম্পর্কে জানবে এবং ওই অঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়বে।

রূপসা তীরের উজান সুরে

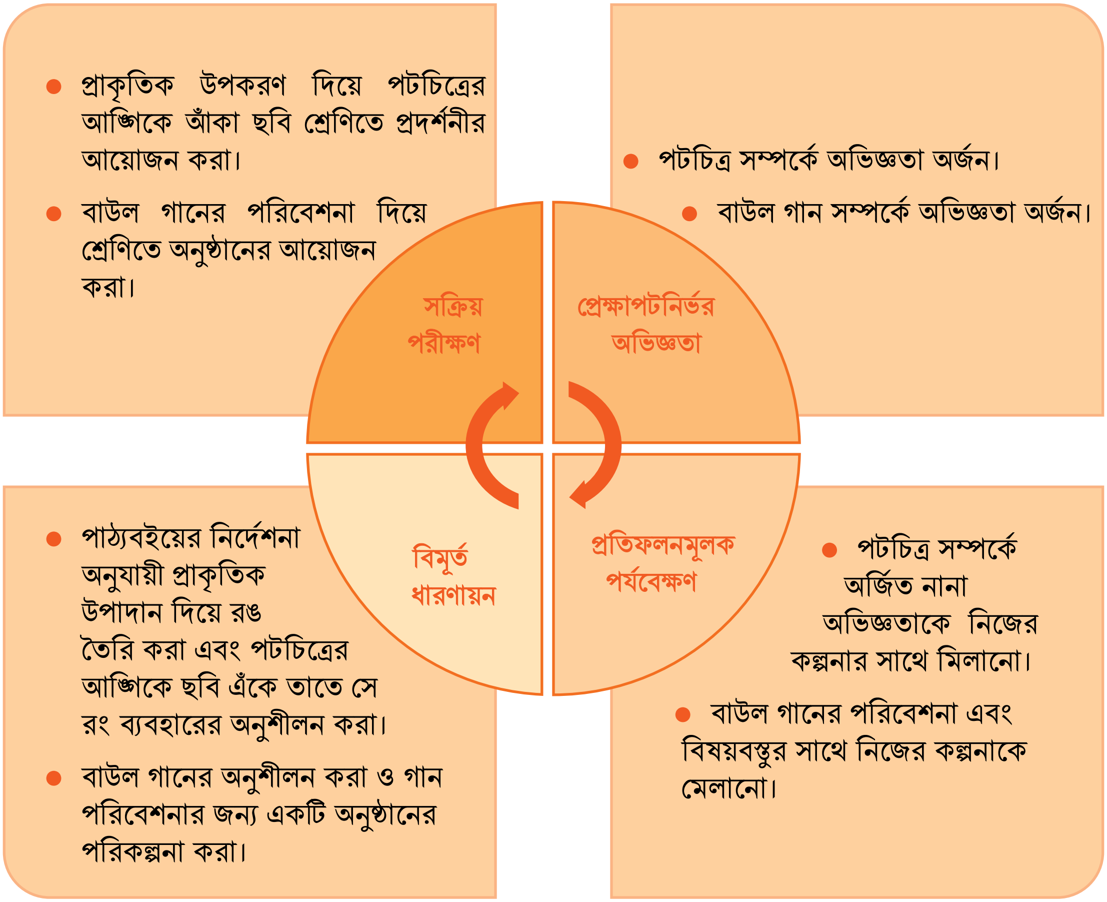

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া

সেশন ১:

- এই সেশনটি শুরু হবে লালন শাহের গানের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে বইয়ে দেয়া লালন শাহ এর গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটি খালি গলায় সবাই মিলে গেয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন।
- এরপর শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে 'রূপসা তীরের উজান সুরে' পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। বর্ননা করার সময় এই পাঠটি যে পূর্বের পাঠ ' পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা' যা পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।

- ‘রূপসা তীরের উজান সুরে’ পাঠটিতে খুলনা বিভাগের পটচিত্র তথা গাজীর পটসহ নানা রকমের পটচিত্রের ছবি দেখিয়ে তার সম্পর্কে ধারণা দিবেন। সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের পটচিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবেন।
- তাছাড়া খুলনা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী বাউল গানের অডিও, ভিডিও প্রদর্শন করে সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- বাড়ির কাজ হিসেবে মুজিবনগর ও সুন্দরবন সম্পর্কে এককভাবে জেনে তা বন্ধু খাতায় লিখে আনবে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা পাঠ্যবইয়ের তথ্যের পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমে যেমন- বাবা, মা বা নিকট আত্নীয়ের কাছ থেকে শুনে এবং জেনে, বই, পত্রিকা, সংবাদ, ম্যাগাজিন, অডিও, ভিডিওসহ যেকোন মাধ্যমে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে আনবে।

সেশন ২:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বের ন্যায় আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দলগুলো যথাক্রমে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থী যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ তাঁকে সে মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা এককভাবে সংগৃহীত তথ্য দলে আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে তা উপস্থাপন করবে, একটি দল উপস্থাপন করলে অন্য দল তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং উপস্থাপন শেষে তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা করবে। শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান যেন সংবেদনশীল ও গঠনমূলক হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু না বুঝে থাকলে বা বাদ দিয়ে থাকলে, শিক্ষক সে সম্পর্কে আলোচনা করে দিবেন।

২য় ধাপ: প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ৩:

- শিক্ষার্থীদের পটচিত্র সনাক্তকরণ পর্যালোচনার জন্য শিক্ষক পূর্বেই একটি পটচিত্র সংগ্রহ করে রাখবেন। বাস্তব পটচিত্র সংগ্রহ করা না গেলে সেক্ষেত্রে তিনি ছবি এনে বা ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকমের পটচিত্র দেখাবেন।
- শিক্ষক তাদেরকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনটি কোন ধরণের পটচিত্র তা চিহ্নিত করতে বলবেন।
- শিক্ষক তাদের গাজীর পটের অঙ্কনশৈলী সম্পর্কে ধারণা দিবেন। একই সাথে প্রাকৃতিক উপাদানে রং তৈরি সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এরপর শিক্ষক তাদের সহজভাবে ‘সা’, ‘পা’ স্বর বাজিয়ে বাউল গান অনুশীলণের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- লালন শাহ ফকিরের জীবনী এবং গান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। বাউল গান ও নাচের পরিবেশনা সম্ভব হলে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে দেখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ডিজিটাল মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করার জন্য যথাযথ নির্দেশনা দিবেন।
- এছাড়া, আশেপাশে কোনো পটচিত্র শিল্পী (পটুয়া) অথবা পট প্রদর্শনকারী (কুশিলব বা গায়েন) আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে বন্ধুখাতায় লিখে আনতে বলবেন।

৩য় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৪:

- শিক্ষক বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরির পদ্ধতি ক্লাসে হাতে কলমে শেখাবেন। নীচে পাঠ্যবই থেকে রঙ তৈরির পদ্ধতি তুলে ধরা হলোঃ

পাতা, ফুলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরির পদ্ধতিঃ

- বিভিন্ন রকমের পাতা, ফুল সংগ্রহ করে তা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।
- তারপর পাতা অথবা ফুলগুলো ছোট ছোট টুকরো করে তা শীল-নোড়া অথবা পরিষ্কার পাথর দিয়ে ভালো করে পিষে নিতে হবে।
- এবার পিষানো পাতা বা ফুলগুলো পরিস্কার সুতি কাপড়ে নিয়ে চাপ দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে
- ছাঁকা পাতা বা ফুলের রসে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা মিশিয়ে রং তৈরি করে ছোট কৌটায় রেখে তা ব্যবহার করা যায়।
- কালো রং তৈরির জন্য প্রথমে একটা চেরাগ অথবা কুপি জ্বালিয়ে নিতে হবে। এবার ছোট স্টিলের একটা বাটি অথবা প্লেট সে চেরাগ অথবা কুপির উপর ধরলে তাতে কুপির আগুন থেকে বের হওয়া কালি/কার্বন গুলো আটকে যাবে। পরে বাটি/প্লেটের গায়ে আটকে যাওয়া সে কার্বনগুলো সংগ্রহ করে তা বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে কালো রঙ তৈরি করা যায়।
- পানের সাথে খাওয়া খয়ের থেকে খয়েরী রং, খড়ি মাটি থেকে মেটে হলুদ, কাপড়ের নীল থেকে নীল রং তৈরি করা যায়।

ফুল ও পাতা থেকে রং বানানোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা যে রঙের ফুল ও পাতা সংগ্রহ করবো তা থেকে কাছাকাছি রং পাবো। তৈরির প্রথম দিকে রংগুলো কিছুটা হালকা থাকে। সেক্ষেত্রে রংগুলকে একটু আগুনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিলে ব্যবহার করতে সহজ হয় এবং তার স্থায়িত্ব বাড়ে। এই ক্ষেত্রে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা পাওয়া না গেলেও খুব সমস্যা হয়না। এই ধরনের রং পরিবেশ বান্ধব যা আমাদের শরীরের কোন ক্ষতি করেনা।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- বইয়ে দেয়া সুন্দরবনের ছবিটি পটচিত্রের মতো অথবা নিজের ইচ্ছামত করে আঁকবে। নিজেদের তৈরি প্রাকৃতিক রং দিয়ে অথবা পেন্সিল, কলম, রংপেন্সিল, প্যাস্টেল রঙ সহ সহজলভ্য যেকোনো রং দিয়ে ছবিটি রং করে নিয়ে আসবে।
- বাউল গান ও নাচ পরিবেশনের জন্য অনুশীলন করবে।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৫:

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি প্রাকৃতিক রংয়ের ব্যবহার করে আঁকা ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে।
- উপস্থাপন কলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের বাউল গান ও নাচ পরিবেশন করবে।
- এক দলের প্রদর্শন ও পরিবেশনার সময় বাকী দলগুলো নিজেদের মতামত বন্ধুখাতায় লিখবে ও পরিবেশনা শেষে উপস্থাপন করবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, ও উপলব্ধি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

বাড়ির আশেপাশের পুনঃব্যবহার করার মত উপকরণ দিয়ে রিসাইকেল পন্য তৈরি করার মাধ্যমে নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারা। শিল্পকলার একটি শাখা হিসেবে-যাত্রার করণকৌশল জেনে তা চর্চা ও অনুশীলন করা। নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, উপলব্ধিসমূহ

যাত্রার মাধ্যমে সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

শিখন সময়: ০৫টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ নবরূপ (রিসাইকেল-গড়া)

উপস্থাপন কলাঃ যাত্রা

শিখন কৌশল

প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, অনুসন্ধান পদ্ধতি

উপকরণ

- এই পাঠে চারপাশের বিভিন্ন পরিত্যক্ত উপকরণ যেমন- প্লাষ্টিকের বোতল, প্লেট, চামচ, কাপ, পাটের দড়ি, মোটা কাগজের প্যাকেট, পুরনো রঙ্গিন কাপড়, পুরনো খবরের কাগজ, বিভিন্ন রঙের চকচকে মোড়ক ইত্যাদি ব্যবহারে প্রাধান্য দিবেন। সাথে কিছু সরঞ্জাম- কাঁচি, এন্টি কাটার (ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী), আঠা/গাম, রং (যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়) ইত্যাদি। আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই সব সরঞ্জাম দলীয়ভাবে সংগ্রহ এবং তা ব্যবহারে গুরুত্ব প্রদান করবেন।
- ছবি আঁকার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম জলরং সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য পাঠ্যবইয়ে এই পাঠে ধাপে ধাপে জলরং সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া আছে। সাথে জলরঙের বিভিন্ন উপকরণ ও পোষ্টার রং সম্পর্কেও ধারণা দেয়া আছে। কোন শিক্ষার্থী যদি এই মাধ্যমে ছবি আঁকা অনুশীলন করতে চায় সেক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁকে উৎসাহিত করবেন। তবে কোন অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে এই মাধ্যম ব্যবহারে বাধ্য করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক সম্পদ আর লোকসংস্কৃতির বিশাল উৎস বরিশাল বিভাগ। বরিশাল বিভাগে কাল্পনিক ভ্রমনের মাধ্যমে এই বিভাগের লোকশিল্প, ঐতিহাসিক স্থান, ঐতিহ্যবাহী খাবার সম্পর্কে জানাকে কেন্দ্র করে পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে ‘নবরূপ’ বা রিসাইকেল পন্য তৈরি করা শিখে তাদের তৈরি পণ্যগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। জলরং অথবা পোষ্টার রঙে ছবি আকার অনুশীলন করবে। যাত্রার করনকৌশল জেনে সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে শ্রেণিতে নিজেদের ইচ্ছেমত সহজ সরলভাবে দলগত অভিনয় করবে।

কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে

- নবরূপ/রিসাইকেল মাধ্যমে তৈরি শিল্প পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
- যাত্রার আঙ্গিকে সৃষ্ট অভিনয় অনুষ্ঠানটি পরিবেশনের বস্থা করা।

- খুলনা বিভাগের নারিকেলের খোসার তৈরি শিল্পপণ্যের মাধ্যমে রিসাইকেল পণ্য তৈরি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।
- যাত্রার করণকৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

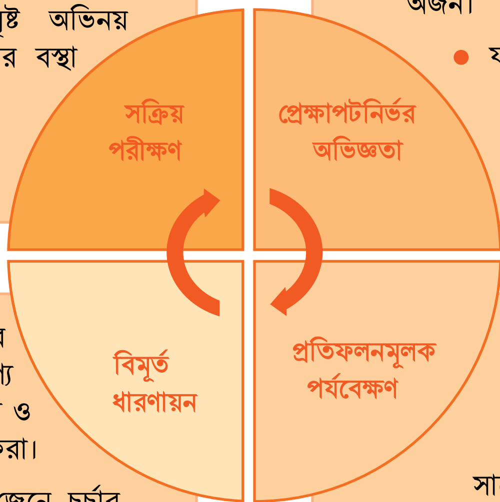

- নবরূপ/রিসাইকেলের মাধ্যমে শিল্প পণ্য তৈরির অনুশীলন করা ও প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করা।
- যাত্রার করণকৌশল জেনে চর্চার মধ্য দিয়ে সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য একটি অভিনয় অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করা।

- রিসাইকেল পণ্য তৈরির অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার উপাদানসমূহের সাথে মিলানো ।
- যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্যকে নিজের কল্পনার বিষয়বস্তুর সাথে মিলানো ।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া

সেশন ১:

- শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষে ‘কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে’ পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। বর্ননার সময় এই পাঠটি যে পূর্বের পাঠ “রূপসার তীরের উজান সুরে” যা পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- শিক্ষক ‘কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে’ পাঠটিতে বরিশাল বিভাগের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা সম্পর্কে ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন করে যাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

- মাদরাসাতে এর পরিবর্তে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার উপর নির্মিত ভিডিও দেখাবেন। ভিডিও দেখানো সম্ভব না হলে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে অভিনয় করে তার ধারণা প্রদান করবেন।
- বরিশাল বিভাগের ঐতিহ্যবাহী নারিকেলের খোসার তৈরি কুটির শিল্পের বিভিন্ন পণ্যের ছবি দেখিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে রিসাইকেল শিল্পপণ্য তৈরির সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- বন্ধুখাতায় যাত্রা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিখে আনবে।
- বরিশাল বিভাগে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বন্ধুখাতায় একটি তালিকা তৈরি করবে। এক্ষেত্রে তারা পাঠ্যবইয়ের তথ্যের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমসহ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

২য় ধাপ: প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ২:

- যাত্রাপালার ভিডিও দেখে কে কি লিখলো তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে দিবেন। একটা যাত্রাপালা করতে কি কি লাগে তা বন্ধুখাতায় লিখতে দিবেন। পোশাক, ডায়লগ, স্টেজ ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধুখাতায় লিখবে। মাদ্রাসাতে এর পরিবর্তে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার ভিডিও এর ক্ষেত্রে পোশাক, ডায়লগ, স্টেজ ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধুখাতায় লিখবে।
- জলরং ও পোস্টার কালার নিয়ে বইতে যা আছে পড়তে দিবেন। মাধ্যমটি সম্পর্কে মৌখিক ধারণা দিবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ও আশেপাশে রিসাইকেল করার মত কি কি পন্য আছে তা অনুসন্ধান করে তার তালিকা করে আনবে।
- আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বাসায় জলরং ও পোস্টার কালার অনুশীলন করবে। এব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ প্রদান করবেন।

সেশন ৩:

- পাঠ্যবইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নবরূপ প্রজেক্টের জন্য ভাবনাকৃত রিসাইকেল পণ্যের একটি খসড়া চিত্র (Layout) তৈরি করতে বলবেন।
- খসড়া চিত্র (Layout) অনুযায়ী মূল পণ্য তৈরি করতে কি কি পরিত্যক্ত জিনিস তালিকা অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে তা নির্ণয় করতে বলবেন।
- সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে যাত্রা/নৈতিক শিক্ষা/অভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- খসড়া চিত্র (Layout) অনুযায়ী মূল পণ্য তৈরির জন্য তালিকা অনুযায়ী পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করে আনবে।
- মুকুন্দ দাসের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে লিখে আনবে।

তৃতীয় ধাপ ও চতুর্থ ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা ও নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৪ ও ৫:

- খসড়া চিত্র (Layout) অনুযায়ী মূল পণ্য তৈরির জন্য তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত পরিত্যক্ত জিনিস ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করতে দিবেন। নবরূপ প্রজেক্টটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে।
- বাড়ি থেকে লিখে আনা স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে যাত্রার আদলে অভিনয় করতে বলবেন। পোশাক-আশাকে বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। মাদরাসাতে এর পরিবর্তে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার উপর দলগতভাবে অভিনয় করতে দিবেন।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা।

৮.৫ নিজের বিশেষত্বকে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে প্রকাশ এবং ব্র্যান্ডিং করতে পারা এবং অন্যের বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারা।

যোগ্যতার বিবরণ

রিক্সা পেইন্টিং, আঁকা ও ক্যালিগ্রাফি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে এর বিন্যাস ও

ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারা। এগুলোর করণকৌশল দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে অনুশীলন করে প্রকাশ/ প্রদর্শন করতে পারা।

জারিনাচের বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যৌক্তিক-ভাবে প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের মূল্যায়নকে সংবেদনশীলভাবে গ্রহণ করতে পারা।

শিখন সময়: ০৬টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ রিক্সা পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রাফি

উপস্থাপন কলাঃ জারিনাচ-পদভঙ্গি, হস্তভঙ্গি, মুখভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ।

উপকরণ

- প্রাথমিকভাবে রিক্সা পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রাফির অঙ্কনশৈলী আয়ত্তে আনার জন্য নিজেদের তৈরি প্রাকৃতিক রং ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। তাছাড়া সাধারণ পেন্সিল, বিভিন্ন রঙের বলপয়েন্ট কলম, সাধারণ কাগজসহ সহজলভ্য উপকরণ প্রাধান্য দিবেন। নাচের জন্য একটুকরো লাল রুমাল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কোন শিক্ষার্থী যদি রিক্সা পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রাফির জন্য রংপেন্সিল, প্যাস্টেল রং, পোস্টার কালার ও জলরং ব্যবহার করতে চায় তবে তাকে উৎসাহিত করবেন। এছাড়া, নাচের জন্য যদি সাদা পোশাক ব্যবহার করতে চায় তবে তাকে উৎসাহিত করবেন। এই ক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থীকে এই সকল উপকরণ ব্যবহারে কোন রূপ বাধ্য করা যাবেনা।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পরিবিশেনা রীতি হল জারি গান ও জারি নাচ। ঢাকা বিভাগের কাল্পনিক ভ্রমনের মাধ্যমে রিক্সা পেইন্টিং, জারি গান ও জারি নাচের ভঙ্গিগুলো সম্পর্কে জানবে ও অনুশীলন করবে। রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলীতে দক্ষতা অর্জনের জন্য যেকোন সহজলভ্য মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি, ফুল, লতা, পাতা, অনুশীলন করবে। রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে যেকোন সহ-জলভ্য মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি আঁকবে। ভাষা আন্দোলনের গান এর সাথে জা-রিনাচের ভঙ্গিগুলি মিলিয়ে সহজ সরল একটি পরিবেশনা তৈরি করবে। নিজেদের এলাকায় শহীদ মিনার অথবা মুক্তিযুদ্ধের কোন ভাষ্কর্য/স্থাপনা আছে কিনা তা খুঁজে বের করা এবং যদি থাকে তা ভালভাবে পর্যবেক্ষন করে বন্ধুখাতায় তার বর্ণনা লেখা। সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে নিজের মতো করে ছোট পরিসরে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ভাষ্কর্য/স্থাপনার কাঠামো তৈরি করবে।

বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা

- রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি ও ক্যালিগ্রাফি শ্রেনিভিত্তিক প্রদর্শনী আয়োজন করা।
- ভাষা আন্দোলনের গান 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' এর সাথে জারিনাচের ভঙ্গিগুলি মিলিয়ে পরিবেশন করা।
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজের মতো ছোট আঙ্গিকে স্থাপনা ও ভাস্কর্যের শ্রেনিভিত্তিক প্রদর্শনী করা।

- রিক্সা পেইন্টিং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।
- জারিগান ও নাচের করণকৌশল সম্পর্কে পাঠ্যবই থেকে ধারণা অর্জন।
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া স্থাপনা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

- রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি ও ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন ও প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করা
- ভাষা আন্দোলনের গান 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' এর সাথে জারিনাচের ভঙ্গিগুলি মিলিয়ে অনুশীলন ও পরিবেশনার পরিকল্পনা করা
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজের মতো ছোট আঙ্গিকে স্থাপনা ও ভাস্কর্যের কাঠামো তৈরি অনুশীলন ও পরিবেশনার পরিকল্পনা করা।

- রিক্সা পেইন্টিং এর বৈশিষ্ট্যের সাথে নিজের কল্পনাকে মিলানো।
- জারিনাচের ভঙ্গিগুলো কল্পনায় উল্লেখিত গানের সঙ্গে মিলানো।
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া স্থাপনা ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নিজের কল্পনার সাথে মিলানো।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১:

শিক্ষক এই ক্লাসের শুরুতে একটি রম্য বিতর্ক আয়োজন করতে পারেন। রম্য বিতর্কের বিষয় হতে পারে: ঢাকা

শহর আইসা আমার আশা ফুরাইসে। পক্ষ এবং বিপক্ষ দল ঢাকাকেন্দ্রিক জীবনের ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে রম্য বিতর্ক করতে পারে।

- এরপর শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে 'বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা' পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। বর্ননার সময় এই পাঠটি যে পূর্বের পাঠ 'কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে' যা পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন ভালভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- শিক্ষক 'বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা' পাঠটিতে ঢাকা বিভাগের ঐতিহ্যবাহী রিকশা পেইন্ট সম্পর্কে জানার জন্য রিকশা পেইন্টিং এর বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন করে তা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক জারি গান ও নাচের অডিও-ভিজুয়াল দেখানোর ব্যবস্থা করবেন এবং জারি গান ও নাচ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন। সাথে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলী' গানটি শোনানোর ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের আশেপাশে কোন রিক্সা পেইন্টার আছে কিনা অনুসন্ধান করবে। যদি থাকে তবে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি অথবা বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিনসহ ডিজিটাল মাধ্যমে রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবে। একই সাথে তারা পাঠ্যবইয়ে জারী নাচ সম্পর্কে যেসব তথ্য আছে তা পড়ে আসবে।

সেশন ২:

- এরপর শিক্ষক পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীকে আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দল ভাগের সময় সাধারণ নির্দেশনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। প্রতিটি দলে ছবি আঁকা, গড়া, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমন্বয় থাকতে হবে। দলীয় উপস্থাপনায় যেন দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপস্থাপন প্রতীয়মান হয়।
- দলগুলো যথাক্রমে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে সংগৃহীত তথ্য দলে আলোচনা করে উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হতে বলবেন। এরপর প্রতিটি দল থেকে ধারাবাহিকভাবে তা উপস্থাপন করবে। একটি দলের উপস্থাপনার সময় অন্য দলগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং উপস্থাপন শেষে নিজেদের মতামত দিবে। শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান যেন সংবেদনশীল ও গঠনমূলক হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থী যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ তাঁকে সে মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাষ্কর্য অপরাজেয় বাংলা

সম্পর্কে এবং তাদের স্থপতি ও সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে বলবেন।

- ঢাকা বিভাগের দর্শনীয় স্থান, স্থাপনা, স্থানীয় খাবার সম্পর্কে যেসব তথ্য বইতে আছে তার বাইরের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বন্ধুখাতায় লিখে আনবে।

তৃতীয় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩:

- দলের মধ্যে ছবি আঁকায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে পোষ্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি আঁকা অনুশীলন করতে বলবেন। এছাড়া রিক্সা পেইন্টিং এর আঙ্গিকে ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন করতে বলবেন।
- দলের মধ্যে গড়ায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে নিজের মতো করে ছোট পরিসরে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ভাষ্কর্য/স্থাপনার কাঠামো তৈরি করতে বলবেন।
- গানে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' গানটি অনুশীলন করতে বলবেন।

সেশন ৪:

- দলের মধ্যে নাচে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বইতে দেয়া জারিনাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করতে বলবেন।

পাঠ্যবইয়ের জারি নাচ তথ্যটি সংযোজন করা হলো।

জারি নাচ অনুশীলনের জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন, সেগুলো হল- ভঙ্গি, পদভঙ্গি, হস্তভঙ্গি ও মুখভঙ্গি।

ভঙ্গি: যেহেতু এই পরবেশনাটি পুরুষপ্রধান এবং শহীদ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের বীরত্বগাঁথার করুণ গল্প বলা হয় সেহেতু, শিল্পীগণের ভঙ্গি হয় বলিষ্ঠ।

পদভঙ্গি: এই পরিবেশনার সময় মূল লক্ষ্য থাকে পদবিন্যাসের মাধ্যমে গানের তালে তালে গোলাকার আকৃতি মেনে চলা। জারিনাচের পদভঙ্গি ভীষণ মজার। বিভিন্ন ধরনের পদভঙ্গি দোহারগণ করে থাকেন। তবে তাদের মূল পদভঙ্গি হল- প্রথমে মনে রাখতে হবে এই পদচলনের গতিবিধি সবসময় ডান দিকে হবে। এবার সকলে বৃত্তের ভেতর মুখ করে দাঁড়াবো। এরপর ১,২,৩,৪ সমান ছন্দে ডান দিকে যাব। ১ এ ডান পা ,২ এ বাম পা, ৩ এ ডান পা, ৪ এ বাম পা করে গোলের পথে চলব।

ডান পা একবার বৃত্তের ভেতরে ,আরেকবার বৃত্তের বাইরে রাখব। আর বাম পা জায়গা পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃত্তের পথ মেনে চলবে অর্থাৎ বাম পায়ের ওপর থাকবে বৃত্তের দিক নির্দেশনার ভার। গানের লয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পদভঙ্গির ধরনেও পরিবর্তন আসবে। দ্রুত লয়ের সময় ছোট ছোট লাফ দিয়ে বাম পা জায়গা পরিবর্তন করবে অর্থাৎ বৃত্তের পথ মেনে চলবে আর ডান পা তালে তালে একবার গোলের ভেতরে আরেকবার গোলের বাইরে ছুঁড়ে দেব। আমরা যখন এই পরিবেশনাটি অনুশীলন করতে যাব তখন মাটিতে চক দিয়ে একটি বড় গোল এঁকে নেব তার ওপর সকলে মিলে এই মজার পদভঙ্গি করার চেষ্টা করব।

ছন্দ	পদচলন
১	ডান
২	বাম
৩	ডান
৪	বাম

হস্তভঙ্গি: হস্তভঙ্গি করার জন্য লাল বা সাদা বা সবুজ রঙের রুমাল দুইহাতে বেঁধে নেব। বিলম্বিত লয়ে যখন গানটি গাওয়া হবে তখন কোমরে হাত রাখব। ক্রমান্বয়ে লয় বাড়ার সাথে সাথে দুইহাত ডান পায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একবার ভেতরে আরেকবার বাইরে ছুঁড়ে দেব। দ্রুত লয়ের সময় হাতে তালিও দেয়া যেতে পারে।

মুখভঙ্গি: বর্ণনাত্মক এই পরিবেশনারীতিতে একটি অন্তর্নিহিত ভাব রয়েছে। মুখভঙ্গি অনুশীলন করে, সেই ভাব প্রকাশ করা যায় খুব সহজেই। সেই পরিবেশনা সবচেয়ে প্রাঞ্জল হয়, যে পরিবেশনায় গানের কথার ভাব মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে দর্শকের কাছে প্রকাশ পায় এবং দর্শকের মনেও একই অনুভূতির সঞ্চার করে। আমাদের অসংখ্য না বলা কথা প্রকাশ পায় চোখের দৃষ্টিতে। অর্থাৎ মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান প্রকাশমাধ্যম- দৃষ্টিভঙ্গি। কারবালা যুদ্ধের হৃদয়বিদারক কাহিনীর মূলভাব হচ্ছে উৎসাহ বা বীরত্বের এবং অবশ্যই শোকের। সেই বীর ও শোকের ভাব প্রকাশ করার জন্য এবার আমরা দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শিখব।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৫ ও ৬:

- শিক্ষক প্রত্যেকটি দলকে একে একে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো ছবি আঁকা, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার যেকোন শাখার সমন্বয়ে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনাকে তুলে ধরবে।

দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- দলের মধ্যে ছবি আঁকায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের রিক্সা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী অনুসরণ করে পোষ্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের আঁকা ছবি এবং রিক্সা পেইন্টিং এর আঙ্গিকে করা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন করবে।
- দলের মধ্যে গড়ায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে নিজের মতো করে ছোট পরিসরে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য/স্থাপনার কাঠামো তৈরি করে প্রদর্শন করবে। সাথে সাথে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য অপরাজেয় বাংলা সম্পর্কে এবং তাদের স্থপতি ও সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে সংগ্রহ করা তথ্য তুলে ধরবে।

দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের গান ‘তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি’ এর সাথে জারিনাচের ভঙ্গিগুলি মিলিয়ে একটি সহজ সরল পরিবেশনা তৈরি করে পরিবেশন করবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, ও উপলব্ধি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদন-শীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

লোক ও স্থানীয় শিল্প হিসেবে নকশীকাঁথা ও পালাগান সম্পর্কে জেনে তার বিন্যাস ও ভিন্নতাকে বুঝতে পারা। করণকৌশল জেনে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে বিভিন্ন নকশা অনুশীলন করা ও নতুন নকশা তৈরি করতে পারা। নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা মিলিয়ে সংবেদনশীলভাবে পালাগানের আঙ্গিকে প্রদর্শন ও পরিবেশন করতে পারা।

শিখন সময়ঃ ০৪টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ নকশা- প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক আকৃতি ও মোটিফ

উপস্থাপন কলাঃ পালাগান

উপকরণ

- সহজলভ্য বিভিন্ন রঙের বল পয়েন্ট, কালি কলম, সহজলভ্য রং দিয়ে সুতার ফোঁড়ে আঙ্গিকে নকশা করা। তাছাড়া উপহার কার্ড, উপহার সামগ্রীর বাক্স, ফটোফ্রেম, কলম দানী ইত্যাদি তৈরির জন্য পরিত্যক্ত উপকরণ ব্যবহারে গুরুত্ব দিবেন।
- পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত সেলাইয়ের ফোঁড়গুলো অনুশীলনের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী ছোটবড় নানা ধরনের সুঁই, চিকন মোটা অনেক রকম রঙ্গিন সুতা, ফ্রেম ইত্যাদি ব্যবহার করতে চাইলে শিক্ষক তাতে উৎসাহ প্রদান করবেন। নকশার ক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থী যদি পোষ্টার রং ব্যবহার করতে চায় শিক্ষক তাতে উৎসাহ প্রদান করবেন। তবে কোন শিক্ষার্থীকে এই সকল উপকরণ ব্যবহারে বাধ্য করতে পারবেন না।

সারসংক্ষেপ

ময়মনসিংহ বিভাগের ঐতিহ্যবহী নকশী কাঁথার মোটিফ ও নকশা, পালাগান এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ অনুসন্ধা-নের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে জানা। দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার নির্দিষ্ট করণকৌশল হিসেবে মোটিফ, নকশা, পালাগান অনুশীলন করতে পারা। সবশেষে, দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেশীয় মোটিফের নকশা দিয়ে নানা রকমের উপহার সামগ্রী তৈরি করা এবং পালাগান সম্পর্কে জেনে চর্চা করতে পারা।

কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে

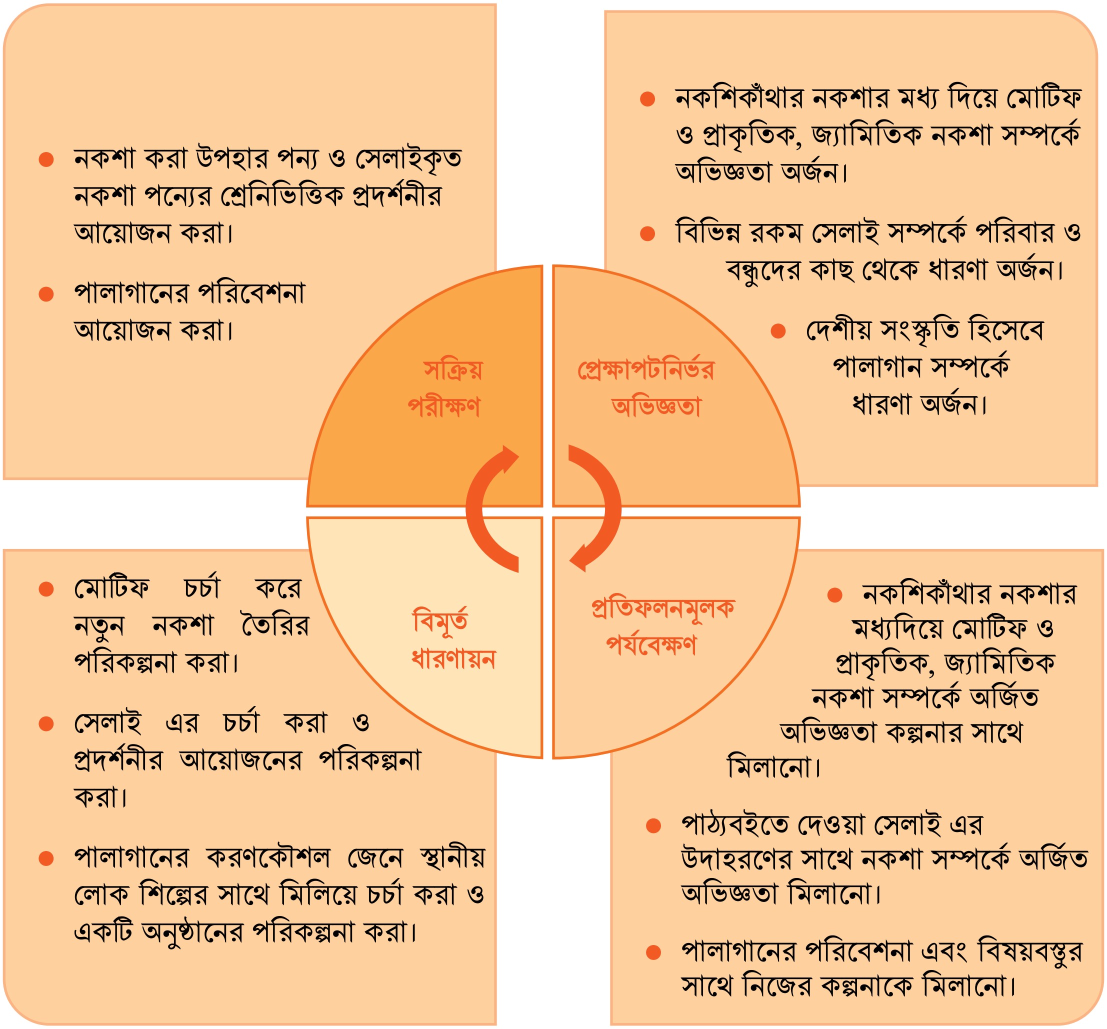

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপঃ প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া

সেশন ১:

- শিক্ষক আজকের ক্লাশের কার্যক্রম শুরু করবেন সুই-সুতার একটা খেলার মাধ্যমে। কে কত তাড়াতাড়ি সুই এ সুতা পড়াতে পারে। খেলা শেষ করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন আমাদের দেশে হাতের কাজের ফোঁড় বা জনপ্রিয় সেলাই কি কি?

- এরপর শিক্ষক 'কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে' অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এই পাঠটি যে পূর্বের পাঠ 'বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা' পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন ভালভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- 'কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে' পাঠটিতে ময়মনসিংহ বিভাগের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প যেমন- নকশী কাঁথার বুনন, নকশা, মোটিফ, সেলাইয়ের ফোঁড়, ইত্যাদি বিষয়ে ছবি দেখিয়ে অভিজ্ঞতা দেয়ার চেষ্টা করবেন।
- এরপর পালাগানের অডিও, ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে পালাগান সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা ময়মনসিংহ বিভাগের ঐতিহ্যবাহী নকশী কাঁথা ও পালাগান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। সেইসাথে এই বিভাগের অন্যান্য হস্তশিল্প, গান ও নাচ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং বন্ধুখাতায় লিখে আনবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন, পাঠ্যবইতে দেয়া সকল তথ্য এবং তার বাইরে অন্যান্য মাধ্যমে যেমন- বাবা, মা বা নিকট আত্নীয়ের কাছ থেকে শুনে এবং জেনে, বই, পত্রিকা, সংবাদ, ম্যাগাজিন, অডিও, ভিডিওসহ যেকোন মাধ্যমে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে আনবে।

২য় ধাপঃ প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ২:

- শিক্ষক কিছু ছবি বা মডেল সেলাই, যদি সম্ভব হয় নকশীকাঁথা দেখিয়ে অথবা পাঠ্যবইয়ের আঙ্গিকে শিক্ষার্থীদের নকশী কাঁথা সেলাইয়ের বিভিন্ন মোটিফ ও ফোঁড়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

বিভিন্ন ধরনের ফোঁড়

১। রানিংফোঁড় ২।ক্রস ফোঁড় ৩।সাটিন ফোঁড় ৪। হেরিং বোন ৫। তারা ফোঁড় ৬। হেম ফোঁড় ৭। স্টেম ফোঁড় ৮। বখেয়া ফোঁড় ৯। লেজি ডেইজি, ইত্যাদি।

রানিং ফোঁড়ঃ রানিং ফোঁড় সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত সেলাই। সুই পরপর তিন থেকে চারবার কাপড়ে গেঁথে বা ডুবিয়ে উপরে তোলা হয়। এরপর সুতাকে টেনে নিয়ে আবার একই ভাবে বারবার সেলাই করে রানিং ফোঁড় করা হয়।

ক্রস ফোঁড়ঃ এই ফোঁড়ে করা চটের উপর করা নকশা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। অনেকটা গুণ বা ক্রস চিহ্ন এর মতই এই সেলাই। ক্রস ফোঁড়ের জন্য সাধারণত মোটা বুননের কাপড়, চট, সেলুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গ্রাফ করা ছকের মত করে ক্রস ফোঁড়ের নকশা দেখতে জ্যামিতিক ডিজাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামদানি নকশাও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মত। তোমরা চিত্র দেখেই এই সেলাই আয়ত্ত করতে পারবে।

তারা ফোঁড়ঃ তারা ফোঁড়ও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। সাধারণত চট, নেট বা সেলুলা কাপড়ে ক্রস ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। একটি ক্রুস কোনাকুনি গুণ চিহ্নের মতো ও তা উপর আরেকটি ক্রস যোগ চিহ্নের মতো দিলে ক্রস ফোঁড় হয়ে যাবে।

বখেয়া ফোঁড়ঃ বখেয়া ফোঁড় তুলতে রানিং ফোঁড়ের মতো নিচ থেকে উপরে সুই চালিয়ে ফোঁড় তুলতে হয়। এই ফোঁড় দেখতে মেশিনের সেলাইএর মতো । প্রথম ফোঁড় থেকে সামান্য পিছনে সুই গেঁথে আবার প্রথম ফোঁড়ের সামান্য সামনে সুই উঠিয়ে ফেলি।সুই এর মুখটি আবার আগের ফোঁড়ের কাছে ফিরিয়ে আনি। এভাবে বারবার চলতে থাকলে বখেয়া ফোঁড় সেলাই হয়ে যাবে। জামা কাপড় শক্ত ভাবে জোড়া লাগাতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।নকশি কাঁথার নকশাসহ যেকোন নকশা বখেয়া ফোঁড় দিয়ে করা যায়।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- সকল শিক্ষার্থী অভিভাবক থেকে যেকোনো একটা সেলাই শিখে তা এক টুকরো কাপড়ে করে নিয়ে আসবে। কেউ যদি না আনতে পারে, তবে সে পরবর্তী ক্লাসে তার কোন সহপাঠীর থেকে শিখে সেলাইয়ের কাজটি করবে।

তৃতীয় ধাপ ও চতুর্থ ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা ও নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৩ ও ৪:

- শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে মোটিফ তৈরি করে সেলাইয়ের ফোঁড়ের আঙ্গিকে তা দিয়ে নতুন নকশা তৈরি করবে। পরিত্যক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি উপহার কার্ড, উপহার সামগ্রীর বাক্স, ফটোফ্রেম, কলম দানী ইত্যাদির উপর সেসব নকশা প্রয়োগ করে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করে তা প্রদর্শন করবে।
- আগ্রহী শিক্ষার্থীরা যদি সুই, সুতার সাহায্যে সেলাইয়ের নানা রকমের ফোঁড়ের ব্যবহার করে নিজের করা কোন শিল্পকর্ম প্রদর্শন করতে চায়, শিক্ষক তার ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- নিজেদের আশেপাশে পালাগান বা স্থানীয় লোকগানের কোন শিল্পী যদি থাকে তাহলে তাঁর সাক্ষাতকার নিবে এবং শিল্পীর অনুমতি স্বাপেক্ষে সে সাক্ষাতকার এবং শিল্পীর গান মোবাইল ফোনে ধারণ করবে। যদি সম্ভব হয়, শ্রেনিতে শিক্ষক তা দেখানোর/প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

৮.৩ শিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রদর্শন ও পরিবেশনার করণকৌশল নিজের মতো করে মূল্যায়ন করে উপভোগ করতে পারা এবং রুচিশীলভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা। লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

বুনন শিল্পের অংশ হিসেবে শীতলপাটি বানানোর করণকৌশল জেনে, নিজের মতো করে তা অনুশীলন করা। ধামাইল নৃত্য, সুফি ও মরমি গানের করণকৌশল জেনে চর্চা করা এবং তা প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা। এই প্রকাশ/প্রর্দশনের মাধ্যমে লোকজ ও দেশীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।

শিখন সময়: ০৫টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ বুনন শিল্প- শীতলপাটি বুনন

উপস্থাপন কলাঃ মরমী গান ও ধামাইল নাচ

শিখন কৌশল

প্রদর্শন, একক কাজ, দলগত কাজ, প্রজেক্ট পদ্ধতি, অনুসন্ধান পদ্ধতি

উপকরণ

কাগজ, কাঁচি, আঠা, পোষ্টার রং এবং ধামাইল নাচের সহজলভ্য উপকরণ

সারসংক্ষেপ

আধ্যাত্মিক নগর ও পূণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটকে প্রকৃতি কন্যা ও বলা হয়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাংলার লোকনৃত্যের একটি প্রচলিত নাম ধামাইল। গীতপ্রধান বা গীতনির্ভর ধামাইল নাচের সবচেয়ে আকর্ষ-নীয় দিক হল, করতালি সহযোগে বৃত্তাকারে নারীদের নৃত্যভঙ্গিমা। শিক্ষার্থীরা গানের সাথে করনকৌশল অনুসরন করে ধামাইল নৃত্য অনুশীলন করবে। ছবি দেখে কাগজের ফিতা দিয়ে উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জণ্য কাগজের পাটি বানাবে এবং তাতে রঙ দিয়ে নকশা করবে। এছাড়া, মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরো জানবে এবং হাসন রাজার গানগুলো চর্চার মাধ্যমে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হবে।

সুরমা নদীর তীরে

- কাগজের ফিতা দিয়ে বোনা কাগজের পাটি দিয়ে তৈরি উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের প্রদর্শন।
- ধামাইল নাচের পরিবেশনার আয়োজন করা।
- মরমী গানের পরিবেশনার আয়োজন করা।

- শীতল পাটির নকশা ও বুননকৌশল থেকে কাগজে পাটি বানানোর পদ্ধতি ও করণকৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
- ধামাইল নাচের পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ও করণকৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
- মরমী গান সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

- উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জন্য কাগজের ফিতা দিয়ে কাগজের পাটি বানানোর পরিকল্পনা করা।
- ধামাইল নাচের করণকৌশল জেনে চর্চা করা ও একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা।
- মরমী গান পরিবেশনার আয়োজনের পরিকল্পনা করা।

- বুননকৌশল নিজের কল্পনার পন্যের সাথে মিলানো।
- ধামাইল নাচের পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কল্পনার পরিবেশনার সাথে মিলানো।
- মরমী গানের অভিজ্ঞতা নিজের কল্পনার সাথে মিলানো।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১:

- শিক্ষক প্রথমে ‘সুরমা নদীর তীরে’ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এরপর, শ্রেণিতে একটি ধামাইল নাচের ভিডিও/ছবি/পাঠ্যবইয়ে দেয়া ছবিটি দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের ভিডিও/

ছবি/পাঠ্যবইয়ে দেয়া ছবিটি দেখে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো ও ধামাইল নাচ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মতামত বন্ধুখাতায় লিখতে বলবেন। নাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে বইয়ে লেখা ধামাইল নাচের পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ও করণকৌশল এককভাবে পড়তে দিবেন ও বইয়ের সাথে বন্ধুখাতায় লেখা মিলাতে বলবেন।

- শিক্ষক 'সুরমা নদীর তীরে' পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন। এই পাঠটি যে পূর্বের 'কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে' পাঠের পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন।
- 'সুরমা নদীর তীরে' পাঠটিতে সিলেট বিভাগের লোকশিল্প যেমন- শীতল পাটির ছবি দেখিয়ে তার ইতিহাস, বুনন, নকশা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এরপর, শিক্ষক শ্রেণিতে অডিও, ভিডিও, ছবি/পাঠ্যবইয়ে দেয়া ছবির মাধ্যমে ধামাইল নাচের বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনারীতি এবং মরমী গান বিষয়ে ধারণা দিবেন।
- শিক্ষক পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীকে পূর্বের ন্যায় আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দল ভাগের সময় সাধারণ নির্দেশনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। প্রতিটি দলে ছবি আঁকা, গড়া, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমন্বয় থাকতে হবে। দলীয় উপস্থাপনায় যেন দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপস্থাপন প্রতীয়মান হয়।
- দলগুলো যথাক্রমে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থী যে মাধ্যমে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ তাঁকে সে মাধ্যমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা শীতল পাটি, ধামাইল নাচ ও মরমী গান সম্পর্কে পাঠ্যবই ও অন্য যেকোনো মাধ্যমে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে আনবে।

সেশন ২:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শীতল পাটি/শীতল পাটির ছবি শ্রেণিকক্ষে এনে দেখাবেন। এবং দলের মধ্যকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেয়া নির্দেশনা এবং ছবি দেখে বুননকৌশল মেনে কাগজের ফিতা দিয়ে উপহার সামগ্রী মোড়ানোর জন্য কাগজের পাটি বানানো অনুশীলন করতে বলবেন।

পাঠ্যবইয়ের তথ্যটি সংযোজন করা হলো।

উপহার সামগ্রী মোড়ানোর জন্য কাগজের পাটি

এই কাজটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে কিছু কাগজ, একটি ছোট কাঁচি আর সামান্য আঠা এবং পোষ্টার রং।

- প্রথমে আমরা ১ফুট লম্বা আর ১ইঞ্চি চওড়া করে ২৪ টুকরো কাগজের ফিতা কেটে নিব।
- ১২টি কাগজের ফিতা সামনে দিকে সমান লাইন করে বিছাব। যেটাকে আমরা বলব টানার দিক।
- ১২টি কাগজের ফিতা রাখব পাশাপাশি বুননের জন্য। এইটাকে আমরা বানার দিক বলব।
- টানার দিকের ১২টি কাগজের ফিতার ভেতর দিয়ে বানার দিকের ১২টি কগজের ফিতা থেকে একটা একটা করে পার করাব। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বানার দিকের কাগজের ফিতা প্রথম লাইনে টানার উপর দিয়ে পার করলে পরের লাইনে তা টানার নিচ দিয়ে পার করাতে হবে।
- এভাবে পাটির মতো করে আমরা সম্পূর্ন বুনাটি শেষ করব। তবে মনে রাখতে হবে মূল পাটি বুনা হয় কোনাকুনি ভাবে। আমাদের কাগজ পাটিটি আমরা বুনব সোজাসুজি ভাবে।
- বুনার শেষে বানার নিচের ফিতাটি এবং উপরের ফিতাটি অল্প আঠা দিয়ে টানার ফিতাটির সাথে আটকে দিব। এতে বুননটি খুলে যাবে না।
- এবার বুননের মাঝের অংশের ছক ধরে ইচ্ছামত রং করে আমরা মনের মত নকশা করতে পারি। এইভাবে কাগজ পাটি তৈরি করে খুব সহজে আমরা উপহার সামগ্রী প্যাকেট করে প্রিয়জনদের দিতে পারি।

- দলের মধ্যকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেয়া মরমি কবি হাসন রাজার 'লোকে বলে বলেরে' গানটি নিজেদের মত করে ক্লাসে অনুশীলন করতে বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বইয়ে দেয়া তথ্য পরে তার মতামত বন্ধু খাতায় লিখবে। এছাড়া, হাসন রাজার গানগুলো বাসায় চর্চা করার চেষ্টা করবে।

তৃতীয় ধাপ ও চতুর্থ ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা ও নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৩:

- প্রতিটি দলের মধ্যকার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের 'লীলাবালী লীলাবালী বর যুবতী সইগো' অথবা 'বিয়ার সাজনি সাজো কইন্যা লো' এর মধ্যে একটি গান বেছে নিয়ে অনুশীলন করতে বলবেন।
- দলের মধ্যে যারা গান গাইতে পারে তারা গান গাইবে, সেই সাথে বাকিরা নাচের ভঙ্গি করবে। বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুসরন করে উল্লিখিত গানের সাথে করণকৌশল অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা তা পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুতি নিবে।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা চেতনা'৭১ সম্পর্কে বইয়ে দেয়া তথ্য পড়বে এবং যেকোনো মাধ্যমে আরো অনুসন্ধান করে জানবে। সকল তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে আনবে।

সেশন ৪ ও ৫:

- শিক্ষক প্রত্যেকটি দলকে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো ছবি আঁকা, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার যেকোন শাখার সমন্বয়ে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনাকে তুলে ধরবে।

দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- কাগজের ফিতা দিয়ে বুনা কাগজের পাটিতে রং দিয়ে নকশা করে বানানো উপহার সামগ্রীর মোড়ানোর জন্য তৈরিকৃত মোড়ক উপস্থাপন করবে।

দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- গানে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বইয়ে দেয়া মরমি কবি হাসন রাজার 'লোকে বলে বলেরে' গানটি নিজেদের মত করে দলীয়ভাবে পরিবেশন করবে।
- শিক্ষার্থীরা মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংগ্রহ করা তথ্য উপস্থাপন করবে।
- নাচের আগ্রহী শিক্ষার্থীরা 'লীলাবালী লীলাবালী বর যুবতী সইগো' অথবা 'বিয়ার সাজনি সাজো কইন্যা লো' এর মধ্যে একটি গান বেছে নিয়ে দলীয় ভাবে ধামাইল নাচের ভঙ্গিতে পরিবেশন করবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৮.১ পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা সংবেদনশীলভাবে করণকৌশল অনুশীলন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখার মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রদর্শন করতে পারা।

৮.২ নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, ও উপলব্ধি শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় সংবেদন-শীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৮.৪ ও ৮.৫

যোগ্যতার বিবরণ

স্থানীয় উপকরণে গয়না তৈরির নির্দিষ্ট করণকৌশল জেনে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসরণে গয়না-মালা তৈরির কাজটি অনুশীলন করতে পারা এবং নিজের কল্পনার মিশেলে নিত্য-নতুন ডিজাইনে গয়না তৈরি করতে পারা।

দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে সারগাম চর্চা করার মাধ্যমে লোকজ ও দেশীয় গানের বিভিন্ন শাখায় রস আস্বাদনে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হতে পারা এবং তা সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।

শিখন সময়: ০৬টি সেশন

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলাঃ গয়নার নকশা ও তৈরির কৌশল

উপস্থাপন কলাঃ সারগাম চর্চা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান

শিখন কৌশল

প্রদর্শন পদ্ধতি, ব্রেইনস্টর্মিং, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, একক কাজ, দলগত কাজ।

উপকরণ

সহজলভ্য সাধারণ উপকরণঃ কাপড়, দড়ি, মোটা কাগজ, শুকনো পাতা, ফুল, বিভিন্ন রঙের বীজ, কড়ি, চুমকি, পুঁতি, আয়না ইত্যাদি।

গানের উপকরণঃ 'ছোড ছোড ঢেউ তুলি ফানি, ওভাই আরা চাটগাঁইয়া নওজোয়ান, রাঙ্গামাটির রঙ্গে চোখ জুড়ালো গানগূলোর অডিও এবং ভিডিও।

নাচের উপকরণঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নাচ এবং গানের অডিও এবং ভিডিও।

সারসংক্ষেপ

কর্ণফুলি নদী তীরের জনপদ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে। সেইসাথে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির সংস্কৃতির রূপ অনুধাবন করবে ও পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত সম্পর্কে জানবে। এছাড়া, স্থানীয় উপকরণে তৈরি গয়না-মালা, আঞ্চলিক গান এর আয়োজন ও করণকৌশল সম্পর্কে জানবে। অপ্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, মোটা কাগজ কেটে গয়না-মালা তৈরি করবে। ঋ-স্ব-রের ব্যবহার জেনে চর্চা করবে ও নিজের কল্পনা ও কল্পনা-সংশ্লিষ্ট ভাব, অনুভূতি, উপলব্ধি মিশিয়ে একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করবে। এছাড়া, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট সম্পর্কে জানবে। সবশেষে, শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে ক্লাসের সব বন্ধুরা একত্রিত হয়ে একদিন আউটডোর করবে। সেদিন খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকা, গান, নাচ, অভিনয়সহ শিল্প-কলার যেকোন শাখায় ইচ্ছেমতো মনের ভাব প্রকাশ করবে।

সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে

- গয়না-মালা বানিয়ে শ্রেনিভিত্তিক প্রদর্শন ও পরিবেশন করা।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের পরিবেশনার আয়োজন করা।
- আয়োজনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংস্কৃতিকে তুলে ধরা।

- বিভিন্ন রকমের গয়না-মালার নকশার মধ্য দিয়ে গয়না-মালা তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা র্জন।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

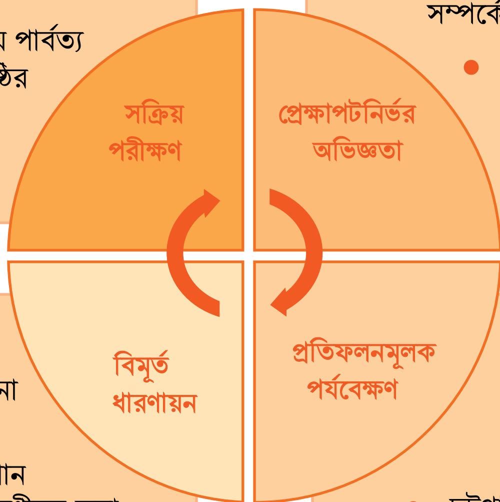

- গয়না-মালা বানানোর করণকৌশল জেনে গয়না তৈরির পরিকল্পনা করবে।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান নিজের মতো করে অনুশীলন করা ও পরিবেশনের পরিকল্পনা করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তলে ধরার পরিকল্পনা করা।
- মরমী গান পরিবেশনার আয়োজনের পরিকল্পনা করা।

- বুবিভিন্ন রকমের গয়না-মালার নকশার অভিজ্ঞতা নিজের কল্পনার সাথে মিলানো ।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংস্কৃতির রুপ অনুধাবন করা।
- পালাগানের পরিবেশনা এবং বিষয়বস্তুর সাথে নিজের কল্পনাকে মিলানো।

শিখন অভিজ্ঞতার চক্র

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১:

- শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত চট্রগ্রামের আঞ্চলিক গান শুনিয়ে ক্লাস শুরু করবেন।

  ‘ছোড ছোড ঢেউ তুলি ফানি।।
  লুসাই পাহাড়ত্তুন লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলী।’

- এরপর শিক্ষক ‘সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে’ পাঠটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিবেন।

এই পাঠটি যে পূর্বের 'সুরমা নদীর তীরে' পাঠের পঞ্চরত্নের ভ্রমন গল্পের সাথে সম্পর্কিত তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন। এই পাঠটির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ভ্রমন গল্পের সমাপ্তি হবে সে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জানাবেন।

- 'সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে' পাঠটিতে চট্টগ্রাম বিভাগের হস্তশিল্প - শামুক, ঝিনুকের মালা অথবা ছবি দেখিয়ে তার বুনন, নকশা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- এরপর অডিও, ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে উপকরণে উল্লিখিত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির নাচ এবং গান সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- শিক্ষার্থীরা এককভাবে চট্টগ্রাম বিভাগের হস্তশিল্প, গান ও নাচ ও লোক সংস্কৃতি, দর্শনীয় স্থান, স্থাপনা, স্থানীয় খাবার, মেলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগ্রহীত তথ্য লিখে আনবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন, পাঠ্যবইতে দেয়া সকল তথ্য এবং তার বাইরে অন্যান্য মাধ্যমে যেমন- বাবা, মা বা নিকট আত্নীয়ের কাছ থেকে শুনে এবং জেনে, বই, পত্রিকা, সংবাদ, ম্যাগাজিন, অডিও, ভিডিওসহ যেকোন মাধ্যমে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে আনবে।

সেশন ২:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আটটি দলে ভাগ করে দিবেন। দল ভাগের সময় সাধারণ নির্দেশনার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। প্রতিটি দলে ছবি আঁকা, গড়া, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সমন্বয় থাকতে হবে। দলীয় উপস্থাপনায় যেন দৃশ্যকলা এবং উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপস্থাপন প্রতীয়মান হয়।
- দলগুলো যথাক্রমে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশের আটটি বিভাগের নামে নামকরণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এককভাবে সংগৃহীত তথ্য দলীয়ভাবে আলোচনা করে তা উপস্থাপন করতে নির্দেশনা দিবেন। একটি দলের উপস্থাপনার সময় বাকী দলগুলো তা শুনে নিজেদের মতামত বন্ধুখাতায় লিখে রাখবে। উপস্থাপনা শেষে তারা মতামতগুলো জানাবে। শিক্ষার্থীদের মতামত দেয়ার সময় তা যাতে সংবেদনশীল এবং গঠনমূলক হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট সম্পর্কে ছবি/ ভিডিও দেখানোর/প্রেক্ষাপটটি গল্পের মধ্যদিয়ে ধারণা দিবেন এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।
- এরপর দলীয় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা দিবেন। দলের মধ্যে যে শিক্ষার্থীর যে অংশে অংশগ্রহণে আগ্রহী যেমন- ছবি আঁকা, গান, নাচ সে অংশে তাঁকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে নিজের সৃজনশীলতা স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের শাখায় প্রকাশ করতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপকরণ, পরিত্যক্ত উপকরণ অথবা সাধারণ যেকোন উপকরণে তৈরি বিভিন্ন রকমের গয়না-মালার মোটিফ, নকশা, বুননকৌশল সম্পর্কে

তথ্য সংগ্রহ করবে। গয়না-মালার মোটিফ, নকশা, বুননকৌশল সম্পর্কে তথ্যসমূহ বন্ধুখাতায় এঁকে এবং লিখে রাখবে।

- দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নাচ এবং গানের অডিও এবং ভিডিও দেখে এবং শুনে তার ধরণ, বৈশিষ্ট্যসমূহ বন্ধুখাতায় এঁকে এবং লিখে রাখবে।
- এইসব বিস্তারিত তথ্য বাবা, মা বা নিকট আত্নীয়ের কাছ থেকে শুনে এবং জেনে, বই, পত্রিকা, সংবাদ, ম্যাগাজিন, অডিও, ভিডিওসহ যেকোন মাধ্যমে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করবে।

তৃতীয় ধাপ: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩:

- দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত গয়না-মালা বানাই কাজটির প্রত্যেকটি ধাপ গ্রুপে আলোচনা করতে বলবেন। তারপর, সম্ভব হলে শিক্ষক নিজে একটি গয়না-মালা শ্রেণিতে বানিয়ে দেখাবেন অথবা আগেই বানানো গয়না-মালা শিক্ষার্থীদের দেখাবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের নিজের গয়না-মালা নকশার খসড়াচিত্র (Layout) সাধারণ কাগজে পেন্সিল দিয়ে আঁকতে বলবেন। গয়না-মালার কোন অংশে কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করবে তা অঙ্কিত খসড়াচিত্রে চিহ্নিত করে লিখে রাখবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি খসড়াচিত্র (Layout) অনুসারে গয়না-মালা তৈরির জন্য নিজেদের আশেপাশে কি কি উপকরণ রয়েছে তা খুজে বের করে তার তালিকা তৈরি করবে এবং সংগ্রহ করবে।

গয়না-মালা তৈরির পাঠ্যবইয়ের তথ্যটি সংযোজন করা হলো:

গয়না-মালা তৈরি

উদ্যোগটির নাম হবে গয়না-মালা বানাই। কাজটি দলগতভাবে করতে হবে। উপকরণ হবে বাড়িতে পরে থাকা অপ্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, মোটা কাগজ। মোটা কাগজ পুরান খাতার মলাট/মিষ্টির প্যাকেট ইত্যাদি।

- কাগজটিকে পছন্দমতো লকেট/centerpiece আকৃতিতে কেটে নেব।
- লকেট আকৃতির কাগজটি কাপড় দিয়ে মুড়ে সেলাই করে নিতে হবে, চাইলে আমরা নিখুতভাবে আঠা দিয়েও কাপড়টা কাগজের উপর লাগাতে পারি।
- কাগজের উপর কাপড়টি লাগানো শেষ হলে লকেটটির উপরে রঙ দিয়ে বিভিন্ন রকমের নকশা করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন সহজলভ্য প্রাকৃতিক জিনিস যেমন- শুকনো পাতা, ফুল, বিভিন্ন রঙের বীজ, কড়ি, ঝিনুক ইত্যাদি আঠা দিয়ে বাড়িতে লাগিয়ে নকশা করতে পারি। কেউ চাইলে চুমকি/পুতি/আয়না ও লাগাতে পারি।
- এবার লকেটটি ঝুলানোর জন্য দুইপাশে কাপড়ের ফিতা লাগাতে হবে। ফিতাটিও আগে সেলাই করে নিতে হবে। চাইলে কাপড়ের ফিতার পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের সুতাকে বেনির মতো পাকিয়ে তার সাথে লকেটটি জুড়ে দিতে পারি।

- দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সম্ভব হলে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ঋ-স্বরের ব্যবহার সম্পর্কিত সারগাম চর্চাটি বুঝিয়ে দিয়ে তা দলে/এককভাবে অনুশীলন করতে বলবেন।

পাঠ্যবইয়ের সারগাম চর্চা তথ্যটি সংযোজন করা হলো।

ঋ- স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চা

আরোহন- স ঋ গ ম প ধ ন র্স

অবরোহন- র্স ন ধ প ম গ ঋ স

- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নাচ এবং গানের অডিও এবং ভিডিও দেখে এবং শুনে তার ধরণ ও বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করতে বলবেন।

শ্রেণির বাইরের কাজ

- দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা গয়না-মালা বানানো অব্যাহত রাখবে এবং শ্রেণিতে প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিবে।
- দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নাচ এবং গান নিজেদের মতো করে পরিবেশনের প্রস্তুতি নিবে।
- বিনয় বাঁশি জলদাস এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে দেয়া তথ্য পড়বে এবং আরো বিস্তারিত তথ্য যেকোন মাধ্যমে জেনে তা বন্ধু খাতায় লিখে আনবে।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৪:

- শিক্ষক প্রত্যেকটি দলকে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো ছবি আঁকা, গান, নাচসহ দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার যেকোন শাখার সমন্বয়ে নিজেদের প্রদর্শন ও উপস্থাপনাকে তুলে ধরবে।

দলের মধ্যে দৃশ্যকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের বানানো গয়না-মালা শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

দলের মধ্যে উপস্থাপনকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির নাচ এবং গান নিজেদের মতো করে পরিবেশন করবে।
- বিনয় বাঁশি জলদাস এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে দেয়া তথ্য পড়বে এবং আরো বিস্তারিত সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন করবে।

সেশন ৫:

- শিক্ষক ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে আউটডোরে যাবেন। স্কুলের অনুমতি সাপেক্ষে স্কুলের আশেপাশে নিরাপদ যায়গায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকা, গান, নাচ, অভিনয়সহ শিল্পকলার যেকোনো শাখায় ইচ্ছেমতো মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ করে দিবেন।
- এটি হতে পারে শিল্পকলা একাডেমী, দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক স্থাপনা, নদীর পাড়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত স্থান, স্টেডিয়াম বা কোন খোলা মাঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজন মনে করলে স্কুলের অন্য শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতা নিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শিল্পকলার যেকোনো একটিতে অংশগ্রহণ করবে।

সেশন ৬:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আউটডোরের কাজটি কেমন লেগেছে তা বন্ধু খাতায় লিখতে বলবেন। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের অনুভূতি উপস্থাপন করবে।
- চট্রগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় পুরো ক্লাস একসাথে একটি গান গেয়ে ক্লাসের ও পঞ্চরত্নের ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটাবেন।

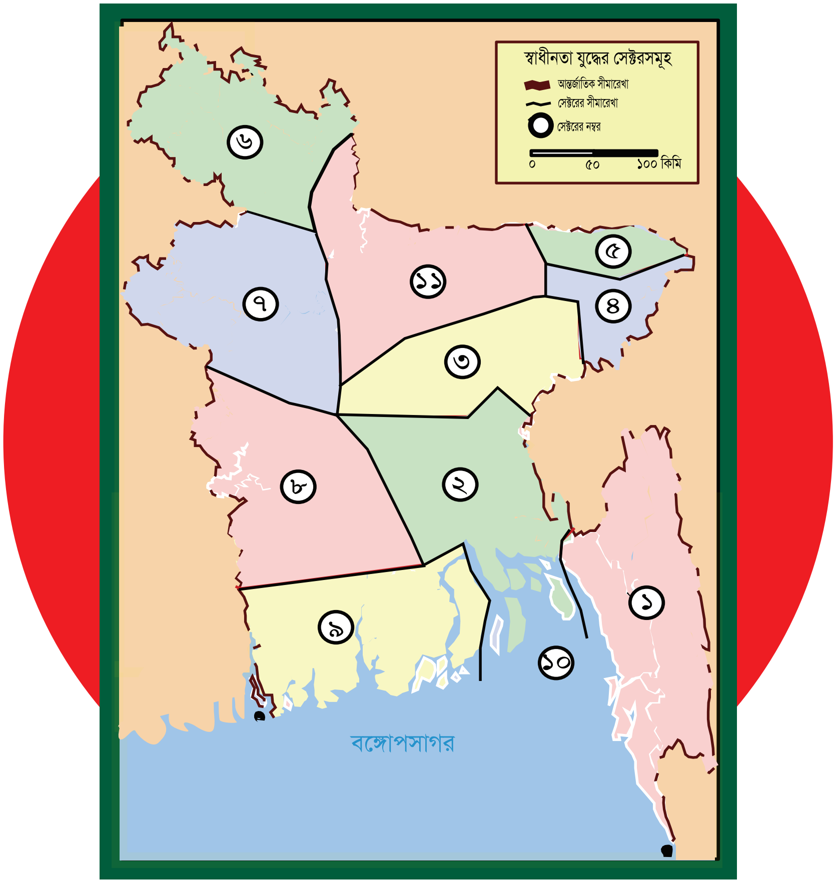

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নং সেক্টর– চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল, ২ নং সেক্টর– নোয়াখালীর অংশবিশেষ, কুমিল্লার অংশবিশেষ, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, ৩ নং সেক্টর– কুমিল্লার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষ, ৪ নং সেক্টর– সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ৫ নং সেক্টর– সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল, ৬ নং সেক্টর– রংপুর ও ঠাকুরগাঁও, ৭ নং সেক্টর– রাজশাহী ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ, ৮ নং সেক্টর– কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনার অংশবিশেষ, ৯ নং সেক্টর– সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশবিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা, ১০ নং সেক্টর– নৌ সেক্টর অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথ, ১১ নং সেক্টর– ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল ।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। কমান্ডারদের সফল নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে- কামালপুর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমা প্রদর্শন মহৎ গুণ

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **‘৩৩৩’** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য